



সিপিআইএম হাওড়া জেলা কমিটির তরফ থেকে পার্টি জেলা কমিটির দপ্তরে (অনিল বিশ্বাস ভবন) রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৩



নদিয়া বাসীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হল। নদিয়ার রানাঘাট শিয়ালদহ শাখায় চালু হল রূপান্তরিত মাতৃভূমি লেডিস স্পেশাল ট্রেন। ...বিস্তারিত পাতা ৫



‘আমরা ও তারা, আমাদের এবং তাদের’, এই সংঘাতের ফলেই বিশ্বে ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন, বললেন মোহন ভাগবত ...বিস্তারিত পাতা ৬



মরসুম শেষেই বাসীকে বিদায় জানাবেন জাভি হার্নান্দেজ। ডিয়ারিয়ালের কাছে ছেরে যাওয়া ম্যাচ শেষে বিদায়ের এই ঘোষণা করেছেন তিনি নিজেই। ...বিস্তারিত পাতা ৮

আজ শীর্ষ আদালতে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ পর্যদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ অবশেষে কি রাজ্যে হতে চলেছে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি? চাকরিপ্রার্থীদের লাগাতার আন্দোলন, বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্যে প্রব্রুতা তো ঘোরাকেরা করছে দীর্ঘদিন থেকেই। উত্তরটা মিলছিল না। সুত্রের খবর, অবশেষে আইনি জট কাটতে চলেছে ১১,৭৬৫ শূন্যপদের নিয়োগে। সে কারণেই এখন চরম ব্যস্ততা পর্যদে। সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়বে প্যানেল। প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলার মনিক ভট্টাচার্য প্রেফতার হতেই পর্যদ সভাপতির দায়িত্ব গিয়েছিল সৌভম পালের কাঁধে। তারপরই তিনি একটা নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া কাউন্সিলিং, ইন্টারভিউ পর্যন্ত এগিয়েও আইনি জটে আটকে যায়। ফলে নিয়োগপত্র দেওয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে যেভাবে মামলাটা নিষ্পত্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে পর্যদ মনে হচ্ছে শীঘ্রই মিলতে পারে নিয়োগপত্র দেওয়ার ছাড়পত্র। আশার আলো দেখছেন পর্যদের কর্তারা। প্যানেলে ছাড়পত্র পাওয়া নিয়ে আশাবাদী খোদ পর্যদ সভাপতি। শীর্ষ আদালত ছাড়পত্র দিলেই দ্রুত চাকরিপ্রার্থীদের হাতে সেই নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে, খবর পর্যদ সূত্রে। সে কারণেই পর্যদের তরফে প্যানেল তৈরি করা



হচ্ছে। ২০২২ সালের নিয়োগের সেই প্যানেল যাবে সুপ্রিম কোর্টে। তারপর সুপ্রিম কোর্ট ছাড়পত্র দিলে নিয়োগ শুধু সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছেন পর্যদের কর্তারা। দ্রুত প্রাথমিক স্কুলগুলিতে চলে আসবে নতুন শিক্ষক। এখন দেখার সোমবার প্যানেল দেখে সুপ্রিম কোর্ট ছাড়পত্র দেয় কি না। যা নিয়ে জোর চর্চা চলছে শিক্ষা মহলের অন্দরেও। এদিকে দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার দাবি ফের নতুন করে সর্ববর্ষ হয়েছিল ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণরা। সুপ্রিম নির্দেশের দিকে তাকিয়ে তারাও। এক চাকরিপ্রার্থী বলছেন, “কিছুদিন আগেই আমরা পর্যদ সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি বলেছেন এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মিটে গেলেই আমরা কী ভাবছি সেটা দেখতে পাবে।” অন্যদিকে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিআইএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলছেন, “সঠিক প্যানেল দিলে, দুর্নীতি না করলে নিয়োগে আদালতের কোনও নির্দেশ বাধা হবে না।”

নীতীশ ‘হাত’ ছাড়তেই মমতার দলের স্লোগান তেজস্বীর মুখে

পটনা, ২৮ জানুয়ারিঃ দেড় বছরেই ভোল বালল! ফের বিহারের মহাগঠবন্ধন, জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে এনডিএ-তে ফিরে গেলেন নীতীশ কুমার। রবিবার সকালে অফিসিয়ালি নীতীশ কুমার এনডিএ-তে যোগ দেওয়ার পর এবার প্রতিক্রিয়া জানানো সদ্য গদিচ্যুত বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। আর প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই লালু-পুরের মুখে শোনা গেল তৃণমূলের সুরে শোনা গেল নতুন স্লোগান, খেলা বাঁকি আছে। নীতীশ কুমারকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বিজেপিকে ধন্যবাদও জানান তেজস্বী যাদব। তিনি বলেন, “আমি কেবল বিজেপিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। নীতীশ কুমারকে তাদের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য আমি বিজেপিকে ধন্যবাদও জানাচ্ছি। আজ তাঁরা শপথ নিল। তবে বিহারে খেলা এখনও শেষ হয়নি, খেলা এখন শুরু হয়েছে।” এদিন নীতীশ কুমারকে ‘পরিশ্রুত মুখ্যমন্ত্রী’ বলেও কটাক্ষ করেন লালু-পুর।

কংগ্রেস যেন এখন চৈতন্য রাহুলের পোস্টার ছিঁড়লেও তৃণমূলকে প্রেম দেব না?

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জানুয়ারিঃ বিজেপি শাসিত অসমে যে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রাকে বাধার মুখে পড়তে হবে, তা প্রত্যাশিত। কিন্তু, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস, ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক দল। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় সহযোগিতা আশা করেছিল কংগ্রেস। কিন্তু, বাধ সেমেছে স্থানীয় স্তরে জোট ভেঙে যাওয়া। বিশেষ করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীকে কেন্দ্র করে, স্থানীয় স্তরে জোটের দুই শরিক দলের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা এখন চরমে। যার জেরে রবিবার, জলপাইগুড়িতে বাধার মুখে পড়ে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার বাস। এমনকি, ধূপগুড়ি স্টেশন মোড়ে ভারত জোড়ো যাত্রার পোস্টার ছিঁড়ে ফেলারও অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ফ্রেস ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। এটা অভিপ্রেত নয় বলে জানানেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা মিডিয়া ইনচার্জ জয়রাম রমেশ। তবে, বিষয়টিকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ তিনি।



বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলেছেন। জলপাইগুড়ি থেকে তিনি বলেন, “আমাদের পোস্টার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এই সকল ছোটখাটো ঘটনা ঘটেই থাকে। তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মমতাজিকে একটি চিঠিও দিয়েছেন মল্লিকার্জুন খজোজি। নিরাপত্তা নিয়ে উদেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। অসমে যেমন নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যা হয়েছিল, এখানে তা হওয়া উচিত নয়। আমরা সার্বভৌম অসমে ছিলাম, অনেক বুঁকি ছিল সেখানে। স্থানীয় স্তরে আমাদের পোস্টার-ব্যানার ছেঁড়া হয়েছে বলে আমাদের এখানকার নেতা-কর্মীরা কিছুটা ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস, দুই দলই ইন্ডিয়া জোটের শরিক। তাই, এরকমটা হওয়া উচিত নয়।” এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদই উত্তরবঙ্গে পৌঁছন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। রাহুলের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই যখন সেখানকার কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে তুলসি ব্যস্ততা, তার মধ্যেই পাহাড়পুরে রাহুলের ন্যায় যাত্রার বাস আটকে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশের পক্ষ তেকে জানানো হয়, এদিনই সাব ইন্সপেক্টর পদের পরীক্ষা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের প্রায় ১০ হাজার পরীক্ষার্থী তাতে অংশ নিচ্ছেন। যার জেরে জলপাইগুড়ি শহরে সকাল থেকেই পরীক্ষার্থীদের ভিড়া। পরীক্ষার জন্য রাহুলের বাস আটকানো হয়েছে বলে দাবি পুলিশের। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি স্টেশন মোড় এবং জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোডে-সহ, অনেক জায়গাতেই কংগ্রেস তথা রাহুল গান্ধির পোস্টার-ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিকের মধ্যে।

আর চালক নন, এবার কলকাতা মেট্রো চলবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ সময়ের হাত ধরে ধাপে ধাপে বদল এসেছে কলকাতা মেট্রোয়। আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে উন্নত থেকে উন্নততর পরিষেবার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ। এবার আরও এক নয়া পদক্ষেপ। আগামীদিনে কলকাতার সবক’টি করিডরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেট্রো চলবে। চালকের ভূমিকা হবে শুধু তদারকি করা। রবিবার সেই লক্ষ্যেই হয়ে গেল ট্রায়াল। সর্বলোক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অংশে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন বা এটিও কাজে লাগিয়ে সেই ট্রায়াল চলে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোয় সর্বলোক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অংশে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ট্রেন চালানো এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রেলওয়ে সফটওয়্যার প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরে ইথার তরঙ্গ নির্ভর ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল।

মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এগিয়ে এল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রিপোর্টিং টাইম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ পরীক্ষা শুরুর দু’ঘণ্টা আগেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢুকতে হবে। পরীক্ষার সময়সীমা এগিয়ে আসার দরুন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢোকার সময়সীমা এগিয়ে আনা হয়েছে। পর্যদের তরফে যে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে সকাল ৮টার মধ্যেই শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্কুলে ঢুকতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবেন সকাল সাড়ে আটটার পর থেকে। জেলায় জেলায় এই নির্দেশিকা ইতিমধ্যেই পাঠিয়েছে মাধ্যমিক পর্ষদ। সকাল আটটার পর শিক্ষক শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকলে সেই রিপোর্ট পর্যদকে পাঠাতে হবে বলেও নির্দেশিকা জানিয়েছে বোর্ড। অন্যদিকে, মাধ্যমিক পর্ষদের কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। পর্যদের তরফে জানানো হয়েছে ২৬ জানুয়ারি সকাল ১১ টা থেকেই পর্যদের কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য। পর্যদের তরফে জানানো হয়েছে ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী চালু থাকবে কন্ট্রোল রুম। কন্ট্রোল রুমের নম্বর গুলি হল ০৩৬ ২৬৫৯-২২৭৭, ২৬২১-৩৬৪৪। কলকাতার পাশাপাশি বিভিন্ন জেলাতেও এদিন থেকেই ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী কন্ট্রোল রুম চালু থাকবে। বর্ধমানের কন্ট্রোল রুমের নম্বরটি হল ৯১৪৭১৩৫৭৪৭, মেদিনীপুরের কন্ট্রোল রুমের নম্বরটি হল ৯১৪৭১৩৫৭৫২, উত্তরবঙ্গের কন্ট্রোল রুমের নম্বর হল ৯১৪৭১৩৫৭৪৮। পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা নিয়ে এই কন্ট্রোল রুমে ফোন করতে পারবেন ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি, মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমা এবার এগিয়ে



এনেছে মাধ্যমিক পর্ষদ। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। প্রসঙ্গত, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলগুলিতে নেওয়া যাবে স্কুলের পরীক্ষাও। এই মর্মে ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা জারি করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষাও নিতে পারবেন আনা হয়েছে সেক্ষেত্রে স্কুলগুলি একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাও নিতে পারবে।

দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা পন্নোর পর্যন্ত পরীক্ষা নিতে পারবে। প্রসঙ্গত, এতদিন ধরে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমা থাকত সকাল দশটা থেকে দুপুর ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। তারপর স্কুলগুলি একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নিত। কিন্তু চলতি বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সেই সময়সীমার পরিবর্তন করে দুপুর ১২টা থেকে পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নয়। কিন্তু, তারপর গত বৃহস্পতিবারের রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে সেই সময়সীমা এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ স্কুলগুলিকে জানিয়েছে স্কুলগুলি প্রয়োজন মনে করলে ওই দিনগুলিতে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা নিতে পারবেন। প্রসঙ্গত, স্কুলগুলি তাদের নিজের স্কুলেই এই বার্ষিক পরীক্ষা নেয় ছাত্র-ছাত্রীদের। সেক্ষেত্রে, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ একাদশ শ্রেণি বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর বৃহস্পতিবারই এই নির্দেশিকা দিয়েছে সংসদ। এর সঙ্গে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ইতিমধ্যেই নির্দেশিকা দিয়ে জানিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সীমা যেহেতু এগিয়ে আনা হয়েছে সেক্ষেত্রে স্কুলগুলি একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষাও নিতে পারবে।

প্রতীকী আন্দোলন করবেন সরকারি কর্মচারীরা। একইসঙ্গে ভাস্কর জানান, নবাবের সামনে অনশন করতে চেয়ে তারা পুলিশের কাছে আবেদন জানাবেন। সেখানে অনুমতি না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকারি কর্মচারীরা। একইসঙ্গে ভাস্কর জানান, নবাবের সামনে অনশন করতে চেয়ে তারা পুলিশের কাছে আবেদন জানাবেন। সেখানে অনুমতি না

আপাতত হচ্ছে না ধর্মঘট

বোসকে চিঠি লেগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ভাস্কর ঘোষ বলেন, “এই ৯ দিন ধরে অনশন করছেন। প্রত্যেকের ওজন ৪-৫ কিলো কমছে। চারজনকে বোষ তিনজনের ইউরিনে কিটন বডি দেখা গিয়েছে। একজনকে বিলুকবিন অত্যন্ত বেশি। একজনকে লিভারের কার্যক্ষমতার রিপোর্ট ভাল না। বিরোধী দলনেতা ছাড়া কেউ খোঁজ নেননি। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সড়া পাইনি।”

যোষ। তিনি জানান, সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের যে ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। মাধ্যমিকের কারণে এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অনশন ধর্মঘট চলবে বলে জানান তিনি। তবে সোমবার থেকে কালো ব্যাজ পরে নিজের নিজের এলাকায়

পেলে আদালতে যাওয়ার হুমিয়ারিও দিয়েছেন। তবে মার্চে যে ধর্মঘটের ডাক, তাতে সাধারণ মানুষকেও অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন জানায় সংগ্রামী বৌধমঞ্চ। কেন্দ্রীয় হারে ডিএর দাবিতে রাজ্য সরকারের কর্মীদের একটা অংশ আন্দোলন শুরু করেছেন। সরকারি বিভিন্ন দফতরে চাকরি করেন এমন কর্মীরা এক ছাতার তলায় এসে তৈরি করেন সংগ্রামী

‘বিরোধী দলনেতা ছাড়া কেউ খোঁজ নেননি’, দাবি ডিএ আন্দোলনকারীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ অনির্দিষ্টকালের জন্য সরকারি কর্মচারীরা। একইসঙ্গে ভাস্কর জানান, নবাবের সামনে অনশন করতে চেয়ে তারা পুলিশের কাছে আবেদন জানাবেন। সেখানে অনুমতি না



যোষ। তিনি জানান, সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের যে ধর্মঘট হওয়ার কথা ছিল তা হচ্ছে না। মাধ্যমিকের কারণে এই সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে অনশন ধর্মঘট চলবে বলে জানান তিনি। তবে সোমবার থেকে কালো ব্যাজ পরে নিজের নিজের এলাকায়

যৌথমঞ্চ। ভাস্কর ঘোষ এদিন বলেন, “সরকারি কর্মীদের পাশাপাশি বর্ধিত সাধারণ মানুষকেও আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করছি।” ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় হারে ডিএর দাবিতে চারজন অনশনে বসেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে শারীরিক অবস্থাও খারাপ হয়। যা নিয়ে রাজ্যপাল সিডি আনন্দ

বোসকে চিঠি লেগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন ভাস্কর ঘোষ বলেন, “এই ৯ দিন ধরে অনশন করছেন। প্রত্যেকের ওজন ৪-৫ কিলো কমছে। চারজনকে বোষ তিনজনের ইউরিনে কিটন বডি দেখা গিয়েছে। একজনকে বিলুকবিন অত্যন্ত বেশি। একজনকে লিভারের কার্যক্ষমতার রিপোর্ট ভাল না। বিরোধী দলনেতা ছাড়া কেউ খোঁজ নেননি। সরকারের পক্ষ থেকে কোনও সড়া পাইনি।”

কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র মেটিয়াব্রজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ মেটিয়াব্রজ থানা এলাকায় এক কিশোরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয় শনিবার রাত থেকেই। আহত দুই পুলিশ কর্মী। উত্তেজিত জনতা আগুন ধরিয়ে দেয় পুলিশের গাড়িতে। পরিবারের অভিযোগ, ওই কিশোরকে খুন করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। ময়নাতত্ত্বের পর শনিবার রাতে ১৭ বছরের ওই কিশোরের দেহ এলাকায় ফিরতেই অভিযুক্তদের ফ্রেসকোর দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধ তুলে পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বচসা ও হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় দুই পুলিশ



কর্মী আহত হয়। দুটি বাহক আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ৬০২ ধারায় খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মেটিয়াব্রজ থানার পুলিশের হাতে প্রেফতার তিন যুবক। এলাকায় মোতায়ন রায়। প্রেফতার করা হয়েছে শেখ শাকিল আহমেদ ওরফে রকি, শেখ সাবির আহমেদ ওরফে রনি, শেখ সোহেল আহমেদ ওরফে রোহানকে। পরিবারের দাবি, পাওনা টাকার জন্য ওই কিশোরকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে। দৌরীদের কটোর শাস্তির দাবিও উঠেছে। ফোনে ফোনে পড়েছেন কাকা। তিনি বলছেন, “ও খুবই ভাল ছেলে। ওর কোনও দোষ নেই। ভাল ছেলেটাকে খুন করা হয়েছে। সে কারণেই এলাকাবাসী গরম হয়ে গিয়েছে। সে কারণেই এই

এবার দুর্গাপূজো উদ্যোক্তাদের আর্থিক অনুদান কেন্দ্রের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাব এবং পুজো কমিটিকে দুর্গাপূজো হিসাবে আর্থিক অনুদান দেয় রাজ্য সরকার। গত কয়েক বছর ধরেই তা শুরু করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকার। এ বার রাজ্যের দুর্গাপূজার ক্লাবগুলিকে আর্থিক অনুদান দিন কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে এই আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে। রবিবার কলকাতার মধ্যে যেমন রয়েছে সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, কালীঘাটের নেপাল ভট্টাচার্য ক্লাব। তেমনই টাকা পেয়েছে বালুরঘাটের সুকান্ত মজুমদারের ক্লাবও।

হরিয়ানার সোনিপতে বেপরোয়া গতি কেড়ে নিল প্রাণ

সোনিপত, ২৮ জানুয়ারি : হরিয়ানার সোনিপত জেলায় দ্রুত গতির গাড়ি ধাক্কায় ৪ জন নেপালি যুবকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার রাতে সোনিপত শহরের মামা ভঞ্জা চকে একটি দ্রুতগামী গাড়ি, চার যুবককে পিষে দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ৪ নেপালি যুবকের মৃত্যু হয়, একজন স্কুটার চালক আহত হন এবং গাড়ির তিন যাত্রী আহত হন। পুলিশ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য সোনিপত সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের পিজিআই রোহতকে রেফার করা হয়েছে। শনিবার রাতে তিনটি সাইকেলে কবির চারজন যুবক সোনিপত শহরের মামা ভাঞ্জা চকে এলে একটি নিয়ন্ত্রণহীন গাড়ি সাইকেল আরোহীদের পিষে দেয়। মৃতরা হলেন- কামাল, অর্জুন, দল বাহাদুর ও অমরা। আহতরা হলেন, হৃতিক, অরুণ এবং মোহিত।

পুণে বিমানবন্দর থেকে প্রায় সাত কেজি সোনা উদ্ধার, গ্রেফতার মহিলা সহ ২

মুম্বই, ২৮ জানুয়ারি : পুণে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৭ কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে এক মহিলা সহ দুজন ব্যক্তিকে। ডিরেক্টরেট অফ রেভিনিউ ইন্সটিটিউশন (ডিআরআই)পুণে বিমানবন্দর থেকে ছয় কেজি ৯১২ গ্রাম সোনা নিয়ে দুবাই থেকে আসা এক মহিলা সহ দুই যাত্রীকে গ্রেফতার করেছে। আটক সোনার মূল্য আনুমানিক সাড়ে তিন কোটি টাকা। ডিআরআই আধিকারিকরা অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। ডিআরআই সূত্রে রবিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ডিআরআই জানিয়েছে, দুবাই থেকে সোনা পাচারের গোপন তথ্য পাওয়ার পরই বিমানবন্দরের যাত্রীদের ওপর নজর রাখছিল ডিআরআই আধিকারিকরা। দুবাই থেকে আসা এক মহিলা এবং দুজন যাত্রীকে পুণে বিমানবন্দরে সন্দেহজনক অবস্থায় দেখা গিয়েছিল এবং তারা দ্রুত বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। এই দুই যাত্রীকে সন্দেহ হওয়ায় ডিআরআই দল তাদের দুজনকেই থামিয়ে তল্লাশি চালায়। দুজনের বেল্ট ও পকেট থেকে ছয় কেজি ৯১২ গ্রাম সোনার পাণ্ডভার পাওয়া যায়। এরপর ডিআরআই দল দুজনকেই গ্রেফতার করে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহারാষ্ট্রের থানেতে একটি আবাসনে আগুন, হতাহতের খবর নেই

থানে, ২৮ জানুয়ারি : মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় একটি আবাসনে আগুন লেগে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী হয়। ঘটনাটি ঘটেছে, রবিবার ভোররাতের মহারাষ্ট্রের থানে জেলার চারতলা আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে। এক পুলিশ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আগুন লাগার সময় এক দম্পতি এবং তাদের তিন সন্তান বাড়িতে উপস্থিত ছিল। তারা আগুন লাগার পর কোনক্রমে বাড়ি থেকে বের হয় বলে প্রাণে বেঁচে যায়, থানে ইউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেলের প্রধান ইয়াসিন তাদভি এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, রবিবার ভোর ৩.৫৭ নাগাদ থানের দিতা এলাকার ফাঁটা নামক আবাসনের চতুর্থ তলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। আগুনে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

ইমোহা এন্ডারকোয়ারের সাথে ভারতের প্রথম হ্যাপি সিনিয়র সিটি হয়ে উঠেছে কলকাতা

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারী : কলকাতার প্রতিটি পাড়া এই বছর একটি বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত! হ্যাঁ, একটি আন্দোলন, কিন্তু এর আগে কেউ দেখেনি এমন কিছুর মতো নয়। এটি তাদের জন্য ভালবাসা, যন্ত্র এবং নিঃশর্ত সমর্থনের একটি বিপ্লব যারা আমাদের তৈরি করেছে-আমাদের পিতামাতা! এই শব্দ যেখানে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবীণ জনসংখ্যা এবং একটি জেরিয়াট্রিক সিস্টেম এখনও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে, সেখানে ইমোহা এন্ডারকোয়ার তাদের জন্য আশা নিয়ে আসছে যারা তাদের পিতামাতার জন্য সর্বোত্তম চান। ইমোহা এন্ডারকোয়ার শহরের প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়ি থেকে স্বাধীনভাবে এবং তাদের নিজস্ব শর্তে বসবাস করতে সক্ষম করতে কলকাতার উত্তকুলে তার একধরনের সর্বজনীন এন্ডারকোয়ার ইকোসিস্টেম নিয়ে এসেছে! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের নেতৃস্থানীয় জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ডিজাইন করা এবং সারা দেশ থেকে অভিভাবকদের দ্বারা অনুমোদিত, ইমোহা, তার চমক্যার পরিষেবাগুলির সাথে, বয়স্কদের অনন্য চাহিদার কথা মাথায় রেখে দেশে প্রবীণদের যত্নকে নতুন করে কল্পনা করেছে। জরুরী প্রতিক্রিয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা প্রযোজন এবং পরিবারের সহায়তা থেকে আকর্ষক ক্রিয়াকলাপ, ইমোহা এই যত্ন বাস্তবত্ব তৈরি করার সময় একজন ভারতীয় সিনিয়রের প্রতিটি দিক বিবেচনা করেছে। যদিও ইমোহা এন্ডারকোয়ার গত পাঁচ বছর ধরে দেশে কাজ করছে এবং বর্তমানে ১১০টি শহরে উপস্থিত রয়েছে, তবে এটি প্রথমবারের মতো একটি ভারতীয় শহরের সুন্দর বাস্তবত্বের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইমোহা ইতিমধ্যেই সারা দেশে ৬০,০০০ -এরও বেশি প্রবীণদের তার মোহ এবং চমক্যার যত্ন পরিষেবার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করেছে। এবং এখন কলকাতার প্রতিটি পাড়ায় প্রতিটি মা ও বাবা স্থানীয় মানুষেরা একই মোহ অনুভব করবেন যা ইমোহা তাদের পরিষেবাগুলির সাথে অঙ্গার করে। এই মিশনকে সফল করতে, ইমোহা শহরের প্রতিটি দেরগোড়ায় এই পরিচর্যা পরিষেবাগুলি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১৫টি আর্সক্লজনিক স্থানীয় উদ্যোক্তার সাথে অংশীদারিত্ব করেছে। এই স্থানীয় উদ্যোক্তারা (বা ব্যবস্য় যারা আমরা তাদের বলি) তারা ইমোহার সাথে হাত মিলিয়েছে সুন্দর উদ্দেশ্যে নিশ্চিত করার জন্য যে কোন প্রবীণরা তাদের মর্যাদা এবং স্বাধীনতা হারাতে না পারে শুধুমাত্র বার্ষিকাজনিত কারণে। এবং যারা তাদের চারপাশের সিনিয়রদের জীবনকে আরও উন্নত করতে চান তাদের এই শক্তিশালী মিশনে ইমোহার সাথে যোগ দিতে আহ্বান জানানো হচ্ছে। কলকাতা শহরের জন্য কী আছে তার এক আভাস দিতে, ইমোহা তার একচেটিয়া ৫৯১ বছরের মেম্বারশিপ প্ল্যান চালু করছে, নির্বেশভাবে কলকাতা এবং পূর্ব ভারতের জন্য তৈরি করা হয়েছে। কারণ, ইমোহা বিশ্বাস করে যত্ন কখনই কারো নাগালের বাহিরে হওয়া উচিত নয়। সুতরাং, পার্ক স্ট্রিটের স্টারবাক্সে এক কাপ কফির দাম বা তার চেয়ে কম মূল্যে, আপনি নিশ্চিত করতে পারবেন যে আপনার বাবা-মা এবং প্রিয়জনদের যত্ন নেওয়া হয়েছে, এমনকি আপনি মাইল দূরে থাকাকালীনও।ইমোহা শুধুমাত্র একটি সাধারণ যত্ন পরিষেবা নয় এটি জীবনের একটি উদ্দ্যাবনা। আমরা সেই সন্তান যারা আমাদের নিজেদের পিতামাতার যত্ন নেওয়ার আনন্দ এবং সংগ্রাম বুঝতে পারি, আমরা তাদের সাথে থাকি বা দূরে থাকি। সুতরাং, আমরা এই মুহূর্তে আমাদের বয়স্কদের যত্ন নেওয়ার উপায় পরিবর্তন করার প্রয়াসজনীয়তা বুঝতে পারছি। একজন বিশৃঙ্খল অংশীদার হিসেবে, ইমোহা সারা ভারতে প্রবীণদের জন্য পরিপূর্ণতা এবং মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, িক যেমন আমরা আমাদের নিজের পিতামাতার জন্য করব। যদি আপনিও এই আন্দোলনে যোগ দিতে চান, তাহলে www.emohac.comএ যান বা জীবন পরিবর্তনকারী যাত্রা শুরু করতে আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করুন।

ভগবান রামের সুশাসন সংবিধান প্রণেতাদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস ছিল : প্রধানমন্ত্রী

শুরুতে, সংবিধান প্রণেতারা ভগবান রাম, মাতা সীতা এবং



লক্ষ্মণজির ছবিকে স্থান দিয়েছিলেন। প্রভু রামের সুশাসনও সংবিধান প্রণেতাদের জন্য অনুপ্রেরণার উস

সন্তম সংস্করণ এটি। ওই দিন ছাত্র-

ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলবেন

হিল। পে চর্চার আয়োজন করা হচ্ছে

২৯ জানুয়ারি, পরীক্ষা পে চর্চার

থেকে ৪৪ লক্ষ টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত শুল্ক দফতরের

সোনার সঙ্গে এক যাত্রীকেও আটক করেছে পুলিশ। শুল্ক দফতর জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত সোনা একটি বিমান যাত্রীর থেকে পাওয়া গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের জেডতা থেকে কুয়েত হয়ে আটক যাত্রী কোচি আসছিল। এয়ার ইং

টলিজেন্স ইউনিট-(এআইইউ) যে

৮৪৮.৭৫ গ্রামের বিদেশী সোনা

উদ্ধার করেছে সেগুলির আকৃতি

লম্বা কাপসুলের মতো। সোনাগুলি

গোপনাস্কে লুকিয়ে রাখা ছিল বলে

জানিয়েছে শুল্ক দফতর। সোনা

উদ্ধারের পর আটক বিমানযাত্রীকে

আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন কাশ্মীরে, আপাতত ভূস্বর্গে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ২৮ জানুয়ারি : আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হল কাশ্মীর উপত্যকা। শুল্ক আবহাওয়া বদলে গিয়ে বৃষ্টি ও তুষারপাত ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে ভূস্বর্গে, খানিকটা কমছে ঠান্ডা। এমতাবস্থায় কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন কাশ্মীর উপত্যকার নানা স্থানে বৃষ্টি ও তুষারপাত হবে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, জানুয়ারির ২৯ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও ৩০ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্তও অনেক স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর ১ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একই আবহাওয়ার ধারাবাহিকতা প্রত্যাশিত রয়েছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনার কারণে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে, তাই যাত্রীদের সতর্ক করা হয়েছে। আবার আকাশ মেঘলা থাকার কারণে কাশ্মীরের নানা স্থানে বৃদ্ধি পাচ্ছে রাতের তাপমাত্রা। কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশা থেকে এখনই মুক্তি পাবে না

দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর

(আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী

কিছু দিনও দিল্লি-সহ উত্তর

তিনি। শিক্ষা মন্ত্রক সূত্রের খবর,

এ বছর ২ কোটি ২৬ লক্ষ শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবক পরীক্ষা পে চর্চায় অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। অনুষ্ঠানটি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হবে। গত ৬ বছর ধরে প্রতি বছরই প্রধানমন্ত্রী মোদী বোর্ড পরীক্ষার আগে ‘‘পরীক্ষা পে চরচা’’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

পরীক্ষার্থী, তাদের বাবা-মা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। গত বছরও পুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে কথাপকথনে লিপ্ত হন প্রধানমন্ত্রী।

আর এবার ২৯ জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। গোটা বিমান বন্দরের বিভিন্ন জায়গা খানা তল্লাসি চালিয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে পুলিশ বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেই যাত্রীর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল কিনা তাও পুলিশ জানার চেষ্টা করছে।

মহাগঠবন্ধনে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিবার্য : গিরিরাজ সিং

পাটনা, ২৮ জানুয়ারি : মহাগঠবন্ধনে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিবার্য। কটাক্ষের সুরে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, সমস্ত পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে বিজেপি। বিহারে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন গিরিরাজ সিং। তিনি বলেছেন, মহাগঠবন্ধনে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনিবার্য।আমরা সমস্ত পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি, যখন কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘটে, তখন সমাজ ও রাজনৈতিক দলগুলির জন্য ভালো-মন্দ প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। বিহারে বিজেপি শক্তিশালী দল। আমরা গতকাল আমাদের বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছি, এবং আমরা আজও একটি বৈঠক করব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং আরও বলেছেন, বিজেপি নীরব দর্শক নয়, পরিস্থিতি গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছে। পরিস্থিতি পরিষ্কার হলে নেতৃত্বের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি।

আরজেডি বিহারের মানুষের জন্য কাজ করেছে, আমাদের কাজ কথা বলে : মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি

পাটনা, ২৮ জানুয়ারি : বিহারে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন আরজেডি নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি। তিনি নিশানা করেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকেও। মৃত্যুঞ্জয় জোর দিয়ে বলেছেন, আরজেডি বিহারের মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করেছে, আমাদের কাজ কথা বলে। আমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাব। রবিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরজেডি নেতা মৃত্যুঞ্জয় তিওয়ারি বলেছেন, জনগণ সব দেখছে এবং এ সবার রেকর্ড রাখবে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তেজস্বী যাদবের সময়ে গত ১৫ মাসে যে কাজ হয়েছে তা কখনই ভোলা যাবে না। এটাই আমাদের প্রাপ্তি। বিজেপির আসল চেহারা কাউকে বলার দরকার নেই। বিজেপি বলেছে, তার (নীতীশ কুমার) জন্য সমস্ত দরজা বন্ধ করা হয়েছে এবং এখন তাঁরা আবার সব দরজা খুলে দিয়েছে।

দিল্লির কালকাজি মন্দিরে মৃত্যু ১ ও আহত ১৭

নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি : মাতা জাগরণের সময় মঞ্চ ভেঙে বিপত্তি দিল্লির কালকাজি মন্দিরে। শনিবার মধ্যরাতে কালকাজি মন্দিরের মহন্ত পরিসরে মাতা জাগরণের সময় কাঠ ও লোহার ফ্রেম দিয়ে তৈরি মঞ্চ ভেঙে পড়ে। এর ফলে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার ও কমপক্ষে ১৭ জন আহত হয়েছেন। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার সকালে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই অনুষ্ঠানের জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে অহিনশৃঙ্খলা রক্ষায় পর্যাপ্ত কবী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রায় ১৫০০-১৬০০ মানুষের সমাগম হয়েছিল। ক্রাইম টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল, কয়েকজনের হাড় ভেঙে গিয়েছে। এই বিষয় আয়োজকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৩৭৩০৪এ১৮৮ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

শীতকে উপেক্ষা করেই রাম মন্দিরে আগমণ ভক্তদের

অযোধ্যা, ২৮ জানুয়ারি : রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার দর্শনের জন্য ভারত তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অযোধ্যায় ছুটে আসছেন ভক্তরা। রাম মঠিদরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দিন থেকেই ভক্তদের ভি। উপরে পাখিল অযোধ্যায়, একই ছবি দেখা গেল রবিবারও। মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই রবিবার ভোর থেকে অযোধ্যায় আসতে থাকেন ভক্তরা। দর্শন করেন রামলালার। ভোরের অতিরিক্ত ঠাণ্ডা সহ্য করে, ভক্তরা অযোধ্যার দ্বী রাম জম্ভূতমি মন্দিরে রামলালার দর্শনের জন্য রামপথে জড়ো হন। ভক্তরা যাতে রামলালার দর্শন সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন, তাই এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। রাম মন্দিরের পাশাপাশি হনুমানগাঁও মন্দিরেও পুজো দেন ভক্তরা।

নিউজলপাইগুড়ি ওকোয়েস্বাটোরের মধ্যে একমুখী স্পেশাল ট্রেন



মালিগাঁও, ২৮ জানুয়ারি : যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্বাশীমান্তরেলওয়ের পক্ষ থেকে আরও একটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটি ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে নিউজলপাইগুড়ি ওকোয়েস্বাটোর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে একটি ট্রিপের জন্য চালানো হবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৫৭৯৫ (নিউজলপাইগুড়ি-কোয়েস্বাটোর) একমুখী স্পেশাল ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪তারিখে (সোমবার) ২১.১৫ ঘট্টায় নিউজলপাইগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে ৩ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে (বুধবার) ২০.৩০ঘট্টায় কোয়েস্বাটোর পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটি ভায়া কিয়ানগঞ্জ, কুমেদপুর, মালদাটাইন, নিউফারাকা, রামপুরহাট, ডানকুনি, খড়গপুরজ., কটক, বিশাখাপট্টনম, বিজয়ওয়াড়জং. ইত্যাদি হয়ে চলবে। এই রুটে যাত্রা করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভ্রমণের জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই স্পেশাল ট্রেনটির বিশদ বিবরণ উত্তর পূর্বাশীমান্তরেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্র্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি

মালদা, ২৮ জানুয়ারি : শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল পরিকল্পিত কাজ সমঝমতো শেষ গুলি। বাবা ও ছেলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। গুলি চালানোর অভিযোগে দুই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পশ্চিম লেনেশ্বর গ্রামের ঘটনা। গুলিবদ্ধ দুই ব্যক্তির নাম সাইজুল হক(৫২) এবং আব্দুল রাহিম (৬২)।গুলি চালানোর অভিযোগে উঠেছে প্রতিবেশী হাসান আলী আহমেদ এবং বজলুর রহমানের বিরুদ্ধে। জানা গেছে সাইজুল হকদের জমিতে শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে অভিসূক্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের বিবাদ হয়। সেই বিবাদের জেরেই অভিসূক্তরা গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ। আহত দুই ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসধীন। গুলি চালানোর পর স্থানীয়রা ধাওয়া করলে অভিসূক্তরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌছেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
আজ ১৩ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজি ২৮ জানুয়ারী ২০২৪, ৫৩৭ চৈতন্যাব্দ, ১৮ ৫১২৪, সৌর ১৪ মাঘ, চান্দ ১৮ মাঘর মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দ।ঃ, বাংলাদেশ ১৪ মাঘ ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ৮ মাঘ ১৯৪৫, (মৈতৈ ১৮ বাকটিং, আসাম ১৩ মাঘ, মুসলিম ১৭-রজব-১৪৪৫ হিজরী)। সূর্য উদয় সকাল ০৬১৯১১ এবং অস্ত বিকাল ০৫১৮৫২। চন্দ্র উদয় সন্ধ্যা ০৭৩৭২২(২৮) এবং অস্ত সকাল ০৮২৯৫৫(২৯)।কৃষ্ণ পক্ষ তিথি তৃতীয়া (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৩৪৯২২ দং ৫৩৪৪৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্র মঘা বিকাল ঘ ০২২১৩১ দং ২০৪২২.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বফাল্গুনী করণ বারিজ বিকাল ঘ ০২৪৪১২ দং ২১১৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টি শেষ রাত্রি ঘ ০৩৪৯২২ দং ৫৩৪৪৪৫ পর্যন্ত পরে বব যোগ শোভন, অমৃতযোগ দিন ০৭০৩৪৩ থেকে-০৫৯৫৯৩০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭০৩০৪ থেকে-০৮৪৭১১ পর্যন্ত। মহেশ্বরযোগ দিন ০৬১৯৪৬ থেকে-০৭০৩৪৩ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৫১৭ থেকে-০১৩৯১৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬১১০১ থেকে-০৭০৩০৪ পর্যন্ত, তারপর ১২২৫২৪ থেকে-০৩৪৩০৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৩৫১০৪ থেকে-০৪৩৫০১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৪৩৩৭ থেকে-০৪৩৫৪০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০২৬৫৮ থেকে - ১১৪৯২২ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৪৯২২ থেকে- ০১১১৪৬ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০১২৬৫৮ থেকে- ০৩০৩৪৪ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৯১৪৭৫৮ (২২) ২ পদ চন্দ্র ৪২০৪২৪ (১১) ৩ পদ, মঙ্গল ৮২১২৩৬৫ (২০) ৩ পদ,বুধ ৮২৪৩৩২৮ (২০) ৪ পদ বৃহস্পতি ০১৩১৫৪ (১) ৪ পদ শুক্র ৮১২৪৫০ (১৯) ৪ পদ, শনি ১০৮৫২২৬ (২২) ১ পদ রাহু ১১২৭২২৪২ (২) ২৭৭ ৪ পদ কেতু ৫২৭২৯৩২ (১৪) ২ পদ। লগ্ন। মকর রাশি সকাল ০৭১৭৫৩ পর্যন্ত। কুন্ত রাশি সকাল ০৮৫১১৮ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১০২২২১ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সকাল ১২০২৫৪ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০২০১১৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৪১৪৩৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৬৩০২০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮৪১৪০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০৫১৫২ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০১০৬৫২ পর্যন্ত।
রাশিফল
মেঘ -গুরুজনের শরীর নিয়ে একটি চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উস থাকবে। সঙ্গিত সম্পদ বৃদ্ধি হবে। বৃষ -আজ শুক্রটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সমঝমতো হয়ে যাবে। মিথুন -সাক্ষ্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে। কর্কট - শুরুতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে। সিংহ -কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায। দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। কন্যা -সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এরিয়ে চমতে হবে। তুলা -কিছু সমস্যা নিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষার্ধ্বে তারা কাঙ্খিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার মেষ ও বিচক্ষণতা হারাবেন না। বৃশ্চিক - অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাপিছার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। ধনু -আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন। মকর -শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সমঝমতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয় হবেন। কুন্ত -শুক্রটা কিছু সমস্যা দিয়েই কটিবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটি বেশি দৌড়াতে হতে পারে। মীন -একদমও কাজে তাড়াছড়ো করা এড়িয়ে,চলুন এবং নেতাকে কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝেই কবরেন না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে যানজট না হওয়ার আলোচনা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৮ জানুয়ারি : জয়নগর থানার উদ্যোগে রবিবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার আমন্ত্রণ কমপ্লেক্সে আসন্ন জয়নগর থানা এলাকায় যাতে কোনো রকম যানজট না হয় সে বিষয়ে আলোচনা সভা হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল,এস আই পিনাকি দাস,এস আই তম্মা দাস,জয়নগর ট্রাফিক ওসি সুভাষ পাল, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল, কাউন্সিলার চিন্ময় দে সহ অটো,টোটো, বাস, ট্রেকার,ম্যাজিক গাড়ির ইউনিয়নের কর্মকর্তা সহ গাড়ি চালক ও মালিকেরা।
কিভাবে এই সময়ে এলাকায় গাড়ি চলাচল করতে হবে তাঁর রূপরেখা তুলে ধরলেন এদিন জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল।

ক্ষীণ হয়ে যাওয়া মানুষের চোখের দৃষ্টি ফেরাতে কর্মশালা

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ জানুয়ারি চোখ মানুষের জীবনের অমূল্য সম্পদ। তাই চোখের যত্ন নেওয়ার খুব দরকার। চোখের অত্যাধুনিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমানে ছানি অপারেশন ও ফেকো অপারেশনের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি আবার ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে তবুও কিছু মানুষের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায় কোন অপারেশনে কাজ হচ্ছে না। আর সেইসব মানুষদের কিভাবে চিকিৎসা করা হবে সেই বিষয়ে রবিবার দক্ষিণ বারাশত আইহাসপাতালে এক কর্মশালা হয়ে গেল রোটারি দক্ষিণ বারাশত আই হাসপাতালের উদ্যোগে। আর এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, আর আই ডির সহকারী গভর্নর রোটারিয়ান রাজা গুহ, জেলা গভর্নর দেবাশীষ মিত্র, ঝুলন বসু,ডা।এস কে শীল, জয়নগর উত্তর চক্কের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, ডা রূপংকর বোস,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,দক্ষিণ বারাশত চক্ষু হাসপাতালের কর্ণধার দেবব্রত দাস সহ আরো অনেকে।

সড়কপথে যানবাহনের চাপ কমাতে জলপথের ওপর জোর রাজ্যের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ সেডকপথে যানবাহনের চাপ কমাতে রাজ্য সরকার জলপথ পরিবহনের ওপর জোর দিচ্ছে। এই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলির বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সহ জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে গঙ্গার দুই পাড়ে জেটি ১৫টি অত্যাধুনিক ভাসমান জেটি তৈরি হবে। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ব্যারাকপুরের বাবাজি ফেরিঘাট, বৈদ্যবাটির কানাইহিউয়ার ফেরি ঘাট, ভাটপাড়ার আতপুর ঘাট, চন্দননগরের গোন্দলপাড়া, হাওড়ার বালি ঘাট, উত্তর চব্বিশ পরগনার বরানগর, হাওড়ার জগন্নাথ ঘাট, হাওড়ার সাঁকরাইলের পোদরা, কলকাতার রাজবাগান ঘাট, হুগলির চুঁচুরা চাঁদনি ঘাট, তামলিপাড়া ও হুগলি ঘাট, হালিশহরের জুটমিল ঘাট, এছাড়া মেটিয়াবুরুজ জেটি ঘাট এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুজালি ঘাট। যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সেখানে একাধিক শৌচালয় সহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকবে। প্রতিবন্ধীরাও যাতে লম্হে যাতায়াত করতে পারেন তার জন্য সিঁড়ির বদলে খাঁস্প তৈরি করা হবে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন এই প্রকল্প রূপায়ণ করবে। বছর দেড়েকের মধ্যেই এই কাজ শেষ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। হুগলি নদীতে অত্যাধুনিক জেটি তৈরির পাশাপাশি বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় মোট ১৩টি ইলেকট্রিক ফেরি কিনতে চলছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে সাতটি নন এসি এবং বাকিগুলো এসি ডেকযুক্ত।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাখীদের পাশে দাড়াতে অভিনব উদ্যোগ মুর্শিদাবাদে



দূরন্ত বার্তা, সূতি, ২৮ জানুয়ারিঃ মাধ্যমিক - উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাখীদের উৎসাহ এবং তাদের পাশে দাড়াতে অভিনব উদ্যোগ মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ধূলিয়ান পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমিত্রা ঘোষ গুপ্তার। পরীক্ষার প্রাক্কালে রবিবার বিকালে সাত নম্বর ওয়ার্ডের সমন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাখীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটি করে পিচবোর্ড, দুটি কলম, এডমিট কার্ডের কভার, স্কেল প্যাকেট বন্দী করে পৌঁছে দেন তিনি। সঙ্গে পরীক্ষার সেটারে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা এবং আর্থিক অনুদানও প্রদান করেন কাউন্সিলর সুমিত্রা ঘোষ গুপ্তা। এলাকায় বাড়িক্রমী উদ্যোগ নিয়ে পরীক্ষাখীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের উৎসাহ প্রদানের মতো কাজে খুশি ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে অভিভাবকরা। এদিন কাউন্সিলর সুমিত্রা ঘোষ গুপ্তা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ গুপ্তা সহ স্থানীয় কমী সমর্থকরা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধু উপহার নয়, তাদের জন্য আশীর্বাদ ও ভালো ফলাফলের সাফল্য কামনা করেন ধূলিয়ান পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমিত্রা ঘোষ গুপ্তা।

জল কি আমরা পাবো না প্রশ্ন এলাকাবাসীর, নন্দীগ্রামে তৃণমূল বিজেপি দ্বন্দ্বে বন্ধ সাবমারসিবল বসানোর কাজ

দূরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৮ জানুয়ারিঃ নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকের আমদাবাদ এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৫৮ নম্বর বুখে সাবমারসিবল বসানোর জন্য পঞ্চায়েত থেকে টেন্ডার করা হয়। টেন্ডার অনুযায়ী কন্টাকটর ওই বুখে সাবমারসিবল বসানোর কাজ শুরু করো।সমস্যার সূত্রপাত হয় গত দুদিন আগে।বিজেপি কর্মীরা, সাবমারসিবল পাম বসানোর কাজ বন্ধ করে দেয়।বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে ৮-২৩১ নম্বর দাগ নম্বরের জায়গায় সাবমারসিবল বসানোর জন্য টেন্ডার করা হয়েছে পঞ্চায়েত থেকে, কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে সাবমারসিবল বসানো হচ্ছে ৮৩৩১ নম্বর দাগের জায়গায়।সেই অভিযোগ কে সামনে রেখে বিজেপি কর্মীরা, সাবমারসিবল বসানোর কাজ বন্ধ করে

দেয়।বর্তমানে সমস্যায় পড়েছে ওই এলাকায় বসানোরকারী প্রায় কুড়ি থেকে ২৫৫ টি পরিবার।

এলাকাবাসীর দাবি তারা দীর্ঘদিন রাস্তা এবং জলের সমস্যায় ভুগছিলেন। পঞ্চায়েত থেকে এ বছর টেন্ডার করে সাবমারসিবল পাম্প বসানোর ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু গত দুদিন আগে কিছু লোকজন এসে সাবমারসিবল পাম্প বসানোর কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, রাজনৈতিক কারণে তারা কেন সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন। এলাকাবাসীর প্রশ্ন তারা কি সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত

হরিপালে মহা মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের, উপস্থিত মন্ত্রী বিধায়ক

বনস্পতি দে, হরিপাল হুগলি, ২৮ জানুয়ারিঃ রবিবার হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে শনিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হরিপালে মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা ও বিধায়ক ডাঃ করবী মাল্লা সহ নেতাদের বিরুদ্ধে কুুুুুুুুুুুু মূলক বক্তব্য বিরুদ্ধে হরিপাল গোপীনাগর হড়া মোড় থেকে হরিপাল ডাকবাংলো পর্যন্ত মহা মিছিলে প্রায় ১০০০০ কর্মী সমর্থক নিয়ে বিশাল মহা মিছিল হয় এবং হরিপাল ডাকবাংলো মাঠে একটি প্রতিবাদ সভা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা এবং

মুখ্যমন্ত্রী আগে নিজের বকেয়া মিটিয়ে ডিএ দিকঃ সুকান্ত মজুমদার

কলকাতা, ২৮ জানুয়ারিঃ সাত দিনের মধ্যে কেন্দ্রের বকেয়া টাকা না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ জানুয়ারি বিকালে রাজ্যবনোর চা চক্রে যোগ দিয়ে সাংবাদিকদের জানিয়েছিল। তারপর কেটে গেছে দুদিন। এখনও কেন্দ্রের তরফে কোন প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রবিবার এ প্রসঙ্গে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আগে নিজের বকেয়া মোটান মুখ্যমন্ত্রী। পরে অন্যের বকেয়ার কথা বলবেন। সুকান্ত সরাসরি অভিযোগ করেন, সরকারি কর্মচারীদের ডি এ বাবদ টাকা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বঞ্চিত করছেন। তারা স্পষ্ট হিসেব দিয়ে ৬৬ শতাংশ ডি এ দাবি করছেন। পরে কেন্দ্রের কাছে হিসেব দিয়ে বকেয়া চাইবেন।

৪৯ তম বর্ষে অনুষ্ঠিত হল আজিমুশসান দস্তারবন্দী জলসা

দূরন্ত বার্তা, বহডু, ২৮ জানুয়ারিঃ রবিবার রাতে জয়নগর থানার বহডু হাসিমপুর মাদ্রাসা মাঠে দারুল কোরআন মাদ্রাসা আজমতিয়া হাসিমপুর শাখার উদ্যোগে ৪৯ তম বর্ষের আজিমুশসান দস্তারবন্দী জলসা হয়ে গেল। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও কলকাতার মুহতামিম মাদ্রাসা আজমতিয়ার জনাব হাফেজ ক্বারী ফজলুর রহমান সাহেব।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোলকাতার জনাব হজরত ফাইজুর রহমান সাহেব, নাজিমে তালিমাত মাদ্রাসা আজমতিয়ার জনাব হজরত সাইফুর রহমান সাহেব, কোলকাতার জনাব হজরত মাও ক্বারী ওবাইদুর রহমান সাহেব, মহম্মদ সাইফুর রহমান, মহম্মদ জাহিরুল হক সহ আরো অনেকে। এদিন ৯ জন শিশুকে দস্তারবন্দী করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জনাব হাফেজ ক্বারী ফজলুর রহমান সাহেব শিক্ষায় মাদ্রাসার গুরুত্ব কত তা তুলে ধরলেন। কোরান পাঠ করলে কিভাবে আরও গুজান অর্জন করা যায় তাও তুলে ধরলেন।এদিন বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে।



হরিপাল বিধায়ক ডাঃ করবী মাল্লা, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক সহ নেতৃবৃন্দ।

সিন্দুরের বিধায়ক মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা বলেন আজকের মহামিছিলে দশ হাজার মানুষ সামিল হয়েছিল

শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা রবিবার হরিপালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল

প্রকাশ মণ্ডল, হরিপাল, ২৮ জানুয়ারিঃ শনিবার হরিপালে শুভেন্দু অধিকারীর পাল্টা রবিবার হরিপালে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল। মিছিল শুরু হয় হড়া ফুটবল মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে হরিপাল স্টেশন সংলগ্ন ডাকবাংলো ময়দানে শেষ হয় মিছিল। হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই প্রতিবাদী মিছিলের নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা, হরিপালের বিধায়ক করবী মাল্লা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। মিছিল শেষে ডাকবাংলো ময়দানে জনসভা করেন মন্ত্রী ও বিধায়ক।শনিবার হরিপালের জন সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী বেচারাম মাল্লা কে নিশানা করে তীব্র আক্রমণ

করেছিলেন রবিবার জনসভা করে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারিকে পাল্টা আক্রমণ শানান মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা।মন্ত্রী বলেন শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই বাংলার মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,নারদার টাকা গোনার ছবি সবাই দেখেছে নিজে চোর তাই অপর কে চোর বলে বেড়াচ্ছে।শুভেন্দুর বাবার দেওয়া রাজনৈতিক পরিচয়ে নেতা হয়েছে পরিশ্রম করে জেল খেটে নেতা হয়নি।মমতা ব্যানার্জি না থাকলে শুভেন্দু অধিকারী হতে পারতো না।তিনি আরো বলেন মার খেয়ে মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছি কিন্তু কোনো দিন বিরোধী দলের কাছে মাথা নিচু করিনি।এখনো শুভেন্দুর একপাশে রয়েছে সিপিএমের



রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গোলপার্ক থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত, উপস্থিত ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, দেবাশীষ কুমার প্রমুখ।

ছবি-সৌরভ দত্ত

দেশকে রাস্তা দেখাবে বাংলা, শিলিগুড়ির জনসভা থেকে বার্তা রাহুল গান্ধীর

শিলিগুড়ি, ২৮ জানুয়ারিঃ

‘দেশকে রাস্তা দেখাবে বাংলা।’ রবিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে সংক্ষিপ্ত জনসভা থেকে এমনটাই বার্তা দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এদিন তিনি বলেন, ‘বাংলায় যে ভালোবাসা পেলাম, তা আর কোথাও পাইনি।’ একইসঙ্গে দেশের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোল



দাগেন রাহুল। বলেন, ‘দেশে ধীরে ধীরে হিংসা ছড়ানো হচ্ছে। মোদি সরকার বিদেশের রাজনীতি করছে।’ যুব সমাজের হয়েও মন্তব্য করতে শোনা যায় রাহুলকে। তাঁর কথায়, ‘যুব

সমাজ কাজ চায়। কিন্তু তাদের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে না। দালালি করলে সম্মান মিলছে। কাজ করলে মিলছে অবহেলা। সে কারণে দেশের যুব সমাজের মধ্যে ক্ষোভ জমছে।’

হরিপালের মানুষ শান্তিতে আছে সিপিএমের জমানায় ওরা অনেক অত্যাচার করেছে নিজেদের লোককেই খুন করেছে অনেক তৃণমূল কর্মী বাড়িছাড়া ছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানাজীর সময় সিপিএম খুব ভালো আছে। আর বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীকে গালাগালি দিচ্ছেন তিনি নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন চাকরির নিয়োগ নেই আর হুমকি আমরা ভয় পাই না আমরা সব রকম ভাবে মানসিকভাবে তৈরি সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবো।

সেলিম আর এক পাশে রয়েছে কংগ্রেসে অধীর চৌধুরি এটা বাংলার মানুষ জানে শুভেন্দুর মত বৈশ্মান বিশ্বাসঘাতককে। মন্ত্রী আরো বলেন মিথ্যা মামলায় জেলে ঢেকার জন্য প্রস্তুত আছি এবং যারা আমার সাথে যোরে তারাও প্রস্তুত আছে তাই ছোট ছোট ইঁদুর ছানার মত হুমকি দিলে চলবে না হরিপাল, সিন্দুর ছুগলির বুকে। শুধু তাই নয় সিপিএমের তাবর তাবর নেতা কে ঘরে ঢোকানো হয়েছে আগামী দিনে শুভেন্দু কেউ রাজনৈতিক ভাবে ঘরে ঢেকাব বলে ছঙ্কার দেন মন্ত্রী বেচারাম মাল্লা। তিনি আরো বলেন লোকসভা ভোটের পর শুভেন্দু অধিকারী কে বিজেপির পাটি অফিসে চা বইতে হবে।

হাওড়ায় সিপিএমের সাংবাদিক বৈঠক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৮ জানুয়ারিঃ সিপিআইএম হাওড়া জেলা কমিটির তরফ থেকে পাটি জেলা কমিটির দপ্তরে (অনিল বিশ্বাস ভবন) রবিবার দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, সিপিআইএম নেতা বিশিষ্ট আইনজীবী ইমতিয়াজ আহমেদ প্রমুখ। হাওড়ার ফাঁসিতলায় সাম্প্রতিক অশান্তির ঘটনা, হাওড়া জেলায় বিভিন্ন সরকারি ছাপাখানা, ইন্ডাস্ট্রির বেহাল অবস্থা সহ হাওড়ায় পুরভোট না হওয়া প্রমুখ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা হয়েছিল। সিপি আই এরের হাওড়া জেলা সম্পাদক দিলীপ ঘোষ বলেন, ফাঁসিতলার ঘটনায় দু’টা দলই ঘটনার পিছনে আছে। এর সঙ্গে পুলিশের অপদার্থতাও যুক্ত। হাওড়ায় এই বিভাজনের রাজনীতি পরিকল্পিতভাবে দু’টি দলই ঘটাবে। এই পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে শান্তি এবং ঐক্যের আহ্বান জানাছি। অন্যদিকে, আমাদের রাজ্যে সঁাতরাগাছি সরকারি প্রেস, বার্ন স্ট্যান্ডার্ড, নিসকো, বন্ধ করা হয়েছে। আবারও হাওড়ার ডবসন রোডের পূর্ব রেলের ছাপাখানা বন্ধ করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়েছে। আর্থিকভাবে জনজীবনে এর মারাত্মক আকারে প্রভাব পড়েছে। এর পাশাপাশি প্রায় সাড়ে ৭ বছর ধরে পুরনিগম নমিনেটেড বোর্ডের দ্বারা চলছে। সাধারণ মানুষ তাদের সমস্যার কথা কোথায় গিয়ে বলবেন তা বুঝতে পারছেন না। গণতন্ত্রকে হরণ করার প্রচেষ্টা সংবাদীয় ব্যবস্থায় তা থাকতে পারে না। যাতে অবিলম্বে নির্বাচন হয় তার দাবি জানাছি।

বিজেপির পক্ষ থেকে তারা তাদের অভিযোগ করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস তারা তাদের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, পঞ্চায়েত তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।কিন্তু বর্তমানে সাবমার্সিবল বসানোর কাজ বন্ধ রয়েছে।কিন্তু সাধারণ এলাকাবাসী যারা নিত্যদিন জলের সংকটে ভোগেন, তাদের একটিই প্রশ্নজ্বল কি আমরা পাবো না?

বিজেপির পক্ষ থেকে তারা তাদের অভিযোগ করছেন, তৃণমূল কংগ্রেস তারা তাদের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, পঞ্চায়েত তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।কিন্তু বর্তমানে সাবমার্সিবল বসানোর কাজ বন্ধ রয়েছে।কিন্তু সাধারণ এলাকাবাসী যারা নিত্যদিন জলের সংকটে ভোগেন, তাদের একটিই প্রশ্নজ্বল কি আমরা পাবো না?

সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রবিবার শহরে এসে পৌঁছল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী



শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৮ জানুয়ারি : সামনেই লোকসভা নির্বাচন তার আগে সব রাজনৈতিক দলগুলি ঘর গুছাতে ব্যস্ত। এমন অবস্থায় সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন সহ একাধিক সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য রবিবার কোচবিহারে এলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার বিশেষ বিমানে হাসি মারা এসে সড়কপথে কোচবিহারে এসে পৌছলেন তিনি। সড়কপথে আসার সময় কোচবিহারে ঢেকার আগে পৃতিবাড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল ফলে সেই জায়গাগুলিতে মুখ্যমন্ত্রীর বনভ্রম শেষ কিছুটা ধীরেই আসে মুখ্যমন্ত্রী সমন্ত মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নারেন যদিও রাস্তার কোথাও তিনি দাঁড়িয়ে পড়েননি। সূত্রের খবর অনুযায়ী আগামীকাল কোচবিহারকে হেরিটেজ শহরের ঘোষণা করতে পারেন পাশাপাশি চিলারায়ের মূর্তির উদ্বোধন করার কথা তার। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের বেশ কিছু নতুন বাসের উদ্বোধন সহ একাধিক পরিসেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। সোমবার সকাল ১১ টা নাগাদ কোচবিহার শহরের মেলা ময়দানে তার এই সরকারি অনুষ্ঠান। কোচবিহারে এলে তিনি তাই কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন দেবের বাড়িতে যান এবং পূজো দেন বাবা মদনমোহনের। আগামীকাল সূত্রের খবর অনুযায়ী রাসমেলা ময়দানে যাওয়ার আগে তার মদনমোহন বাড়িতে যাওয়ার কথা রয়েছে। সামনেই লোকসভা নির্বাচন গতবার প্রথমবারের মতো এই লোকসভা আসনটি হাতছাড়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের।

তৃণমূল গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে বারবার খবরের শিরোনামে কোচবিহার। যদিও লোকসভা নির্বাচনের আগে বেশ কিছুটা একত্রিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতৃত্বকে। লোকসভার আগে সম্ভবত এটাই মুখ্যমন্ত্রীর শেষ সরকারি সফর ফলে আগামীকাল মঞ্চ থেকে তিনি কি বক্তব্য রাখেন তার দিকেই তাকিয়ে কোচবিহারের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা। মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর কে কেন্দ্র করে কলা নিরাপত্তার বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে সমগ্র কোচবিহার শহর। মুখ্যমন্ত্রীর সভামঞ্চের পাশেই তৈরি করা হয়েছে হেলিপ্যাড সূত্রের খবর অনুযায়ী সরকারি অনুষ্ঠান শেষ করার পরেই সেই হেলিকপ্টারে করে তিনি শিলিগুড়ি উত্তরকন্যার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ণাধ্য মিছিল, প্রতিবাদ ও চলো পাল্টাই



সমীর দাস, ডায়মন্ড হারবার, ২৮ জানুয়ারিঃ বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও নারীদের প্রতি অসম্মানের প্রতিবাদে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস উদ্যোগে প্রতিবাদ মিছিল- প্রতিবাদ ও চলো পাল্টাই। প্রধানত বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও বাংলার মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে যাদবপুর- ডায়মন্ড হারবার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ওই মিছিলের আয়োজন করা হয়। যাদবপুর - ডায়মন্ড হারবার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মনমোহিনী বিশ্বাসের নেতৃত্বে আয়োজিত হয় এক বিশাল মিছিল। কপাট হাট থেকে ডায়মন্ড হারবার এম বাজার পর্যন্ত হয় এই মিছিল। মিছিলে ধ্বনিত হয় বাংলার প্রতি বঞ্চনার কথা। ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চতর নেতৃত্ব। আর ছিল তৃণমূল ছাত্র যুব সংগঠনের সদস্যরা।

শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি

তনুজ জৈন, মালদা, ২৮ জানুয়ারিঃ শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে চলল গুলি।গু লিবিরুদ্ধ হয়ে বাবা ও ছেলে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। গুলি চালানোর অভিযোগ দুই



প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পশ্চিম বেলশুর গ্রামের ঘটনা। গুলিবিরুদ্ধ দুই ব্যক্তির নাম সাইজুল হক(৫২) এবং আব্দুল রহিম (৩২)।গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশী হাসান আলী আহমেদ এবং বজলুর রহমানের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে সাইজুল হকদের জমিতে শৌচালয় নির্মাণ নিয়ে অভিযুক্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের বিবাদ হয়।সেই বিবাদের জেরেই অভিযুক্তরা গুলি চালিয়েছে বলে অভিযোগ।আহত দুই ব্যক্তি হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুলি চালানোর পর স্থানীয়রা ধাওয়া করলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।ঘটনাস্থলে পৌছেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার বিশাল পুলিশ। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত।



নন্দন চব্বরে কলকাতা আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে ঘুরে বেড়াচ্ছে টারজান।

ছবি-সৌরভ দত্ত

আমরা ও তারা, আমাদের এবং তাদের, এই সংঘাতের ফলেই বিশ্বে ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন : মোহন ভাগবত

প্রাচীন জ্ঞানকে অবলম্বন করে শান্তির যুগ আনার আহ্বান আরএসএস-প্রধানের

ডিব্ৰুগড় (অসম), ২৮ জানুয়ারিঃ ‘আমরা ও তারা, আমাদের এবং তাদের’, এই ভাবনায় ঈর্ষা, অহংকার এবং সংকীর্ণ মানসিকতার মাধ্যমে যে সংঘাত চলছে, তার ফলেই গোটা বিশ্বে আজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিপন্ন। বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসংঘাচালক ডা. মোহন ভাগবত।‘ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর কালচারাল স্টাডিজ’ এবং অরুণাচল প্রদেশ-ভিত্তিক ‘রিওণ্ডাচ’ (আরআইডব্লিউটিসিএইচ)-এর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রবীণদের ব্যবস্থাপনায় আজ রবিবার সকালে ডিব্ৰুগড়ে অসমের অন্যতম প্রথমসারির ‘শিক্ষা ভ্যালি স্কুল’ প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে ত্রিবার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। চলাবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ত্রিবার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবারের থিম ‘শেয়ার্ড সাসটেইন্যাবল প্রসপারিটি’। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ রবিবার সকালে আরএসএস-এর সরসংঘাচালক ডা. মোহন ভাগবত, সংঘের প্রবীণ অধিকারী সুরেশ সোনি সহ বহুজনের উপস্থিতিতে সুসজ্জিত হাতি সহযোগে ৩৩টি দেশের প্রবীণ প্রতিনিধিরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সেজে এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর পুরুষ-মহিলা তাদের পরম্পরাগত বাদ্যযন্ত্র সহ উজ্জ্বলক সংগীত-নৃত্যের মাধ্যমে এক বর্ণাঢ়্য শোভাযাত্রায় পা



মিলিয়ে ডিব্ৰুগড়ের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেছেন।আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে আয়োজিত সভায় সংঘ-প্রধান ডা. ভাগবত ‘আধ্যাত্মিকতার ‘ভূমি অসমে’ আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি ৬০-এরও বেশি দেশের ৬৩টিরও বেশি প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, আপনারা আপনারদের চারপাশে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক পরিবেশ সত্ত্বেও স্বধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই বিশ্বের এখন আপনারাদের প্রজ্ঞার প্রয়োজন। দুহাজার বছরের অগ্রগতি ও

বৈষয়িক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বিশ্ব আজ সংঘাতের সম্মুখীন। বাইরে বা ভিতরে শান্তি নেই। শিশুরা বন্দুক নিয়ে স্কুলে যায়। কোনও আপাত কারণ ছাড়াই মানুষকে গুলি করে।সরসংঘাচালক বলেন, যারা এই গোষ্ঠীবদ্ধতার বাইরে গিয়ে মানবতাকে বাঁচাতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত অন্য গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এ সব বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা পেতে নেতা-চিন্তাবিদরা পরিবেশ বাঁচানোর কথা বলছেন। কিন্তু আলোচনা ছাড়া সুনির্দিষ্ট কোনও ফল আসছে না।তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিবাদ থেকে অনেক তত্ত্ব এবং ইজম (মতবাদ) উঠে এসেছে, যা সমাজকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না। সমাজকে সর্বোচ্চ বলে মনে করে সমাবাদ। এখানে ব্যক্তিগত আনন্দ এবং সামাজিক শান্তির জন্য কোনও স্থান নেই। সমস্ত তত্ত্ব

বস্তুগত সমৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ধর্ম সমাধানের জন্য বিবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তা-ও ব্যর্থ হয়। কারণ তারা অখণ্ড সমগ্রের দিকে তাকায়নি, তারা একত্বের অন্তর্নিহিত উপাদান বুঝতে পারেনি যা এ সমস্ত মানবিক মাত্রাকে সংযুক্ত করেছে।’ ডা. ভাগবত বলেন, ধর্ম সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণের আদর্শ। তারা ‘সর্বো সুখিনঃ সন্তু ’-র গৃঢ় তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারেনি। ‘সবাই সুখী হোক’, এটা ভাবতেই পারে না তারা। তাদের ধারণা, সেরা ফলাফলের জন্য প্রতিযোগিতাই একমাত্র পন্থা। স্বাভাবিকভাবেই, শক্তিশালী জিতেছে। যদিও প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি ‘আধ্যাত্মিক একতা’-র অন্তর্নিহিত দিকটি জানত, যাকে

ভারতীয়রা ধর্ম বলেন। সংঘ-প্রধান বলেন, ‘আমাদের ধর্মের শুরুতে, মাঝখানে এবং শেষে সুখ আছে। প্রাচীন সংস্কৃতি বুঝতে পেরেছিল, ‘সবাই এক নয়, কিন্তু সবকিছু এক।’ আমাদের বিভিন্ন রূপ এবং অভিব্যক্তি থাকতে পারে। কিন্তু, এই বৈচিত্র্যকে মেতিব্যাকভাবে দেখার কোনও মানে নেই। আমাদের বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে হবে। কারণ এটি বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত একতার অভিব্যক্তি। এই জ্ঞান বলে, সুখ ভিতরেই আছে, বাইরে নয়। সুখ কোনও বস্তুর ভোগে নয়, বরং আপনি সুখী বলেই তা ভোগ করেন।’ডা. ভাগবত আরও বলেন, একজন ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা সমাজ, জাতি এবং প্রকৃতি সর্পিলভাবে সম্পর্কিত, প্রতিটি পরবর্তী প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। তারা কেন্দ্রীভূত বৃত্তে বিদ্যমান নেই। এই সংস্কৃতি ফ্যাক্টরিং শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনতে পারোতিনি তাঁর বক্তব্যে কীভাবে ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের এক প্রস্তাবে দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রাচীন দর্শনের বিলুপ্তি এবং পুরনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়েছিল, উল্লেখ করেছেন। বলেন, কিন্তু ২০১৬ সালে স্বীকার করতে হয়েছে, বিশ্বের কল্যাণে উন্নয়ন নীতিতে সংস্কৃতির একীকরণ প্রয়োজনীয় ছিল। প্রসঙ্গক্রমে মোহন ভাগবত বলেন, আমরা বিভিন্ন ঐতিহ্যের অন্তর্গত প্রাচীন জ্ঞান ব্যবস্থা আলোচনা এভাবে আমাদের সময় এসেছে। প্রাচীন

সংস্কৃতি মনে করতে পারে, আমরা খুব ছোট এবং পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে সক্ষম নই।আরএসএস-এর সরসংঘাচালক একটি লোককথা তুলে ধরে বলেন, যার পাঠ ছিল সটিক প্রজ্ঞার সঙ্গে আমরা একসাথে এসে পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে পারি, সংঘাত ও পরিবেশগত বিপর্যয়মুক্ত একটি নতুন বিশ্ব তৈরি করতে পারি। প্রাচীন জ্ঞানকে অবলম্বন করে শান্তির যুগ আনার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দুই দশক আগে এই সম্মেলনের প্রচলন হয়েছিল এই ভাবনাকে সামনে রেখে। প্রসঙ্গত, আইসিসিএস কর্তৃক আজ একটি নতুন অ্যাকাডেমিক এবং গবেষণা জার্নাল চালু করা হয়েছে যা ইতিহাস, নৃতত্ত্ব এবং শাসনের উপর আলোকপাত করবে। এছাড়া একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ নিবন্ধ ও পূর্ববর্তী সম্মেলনের হাইলাইট সহ একটি স্মরণিকার আজ উন্মোচন করেছেন ডা. মোহন ভাগবত, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পাঁচ দিনের সম্মেলন শেষ হবে ৩১ জানুয়ারি আরএসএস-এর সরকারবাহ দপ্তরয়ে হোসবলে, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেনা খাভু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী চাওনা মেইনের উপস্থিতিতে। ওইদিনের হাইলাইট হবে একটি স্মরণিকার সম্মেলনে তাঁরাও ভাষণ দেবেন। সম্মেলন শেষে দেশ এবং বিদেশের প্রতিনিধিরা অরুণাচল প্রদেশের রোয়িং-এ অবস্থিত ‘রিওণ্ডাচ’ ক্যাম্পাস পরিদর্শন করবেন।

একাধিক চুরির সাথে জড়িত অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার বিলেনিয়ায়

বিলেনিয়া (ত্রিপুরা), ২৮ জানুয়ারি (হি.স.) ুলিশের জালে ধরা পড়ল চুরির ঘটনায় জড়িত এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম সায়ন্তন দত্ত। বাড়ি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার আমলাপাড়া এলাকায়। শনিবার রাতে বিলেনিয়া থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে আমলাপাড়ায় নিজের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে

সায়ন্তনকে। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বিভিন্ন সামগ্রী। গত ১৬ জানুয়ারি ভোররাতে বিলেনিয়ার কালিনগর পিতাস কালীবাড়ি সংলগ্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দরজার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকে চোরেরা গ্যাস সিলেভার সহ চুল্লি নিয়ে পালিয়ে

যায়। ১৪ জানুয়ারি সকালে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত দিদিমণি ও সহায়িকা আসার পর চুরির ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। খবর দেওয়া হয় বিলেনিয়া থানায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে পুলিশ চুরির মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এর পর তদন্তক্রমে

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চুরি সামগ্রী গ্যাস সিলেভার ও চুল্লি উদ্ধার সহ পুলিশ সায়ন্তন দত্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে বিলেনিয়া থানায়। এদিকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত সায়ন্তন দত্ত নিজেকে বেশ সাফাই দিয়ে বলে, সে চুরি করেনি। ঝুটন নামের এক যুবক তাকে বলেছিল ওই সামগ্রীগুলো পৌঁছে দেওয়ার

জন্য। এছাড়া সায়ন্তন দত্ত নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছে সে নেশার সাথে যুক্ত পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, বিলেনিয়া আদালতে যদি পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে তা-হলে বিলেনিয়া শহরজুড়ে যে সব চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সব তথ্য সায়ন্তনের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

উদয়পুরে সিপিএম আহূত জনসভায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা নেতাদের



উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৮ জানুয়ারিঃ রবিবার গোমতি জেলার উদয়পুর জামতলায় সিপিআইএম উদয়পুর মহকুমা কমিটির ডাকে অনুষ্ঠিত হয় এক জনসভা। ওই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম-এর রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য মানিক দে ও রতন ডৌমিক। উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম গোমতি জেলা কমিটির সম্পাদক মাধব সাহা, বিভাগীয় সম্পাদক

দিলীপ দত্ত। সভায় পৌরোহিত্য করেন সুমত মো। বক্তারা বলেন, দেশ ও রাজ্যে চলছে এক অরাজকতা। বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কর্মসংস্থানের কোনও ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নেই। খেলাধুলার সামগ্রী নেই। জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। গত নির্বাচনে শাসকদল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় আসলে জিনিসপত্রের দাম

কমানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কী করেছে? প্রতিদিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। পেট্রোল- ডিজেলের দাম বাড়ছে প্রতিদিন। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। গ্রাম-কি শহর, রোগার কাজ নেই। মানুষ কাজের জন্য রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। মানুষকে মিথ্যা বলে বেশিদিন বোকা বানানো যায় না। তাই এই রাজ্যের জনগণকে বেশিদিন বোকা বানানো যাবে না। মানুষ রুখে দাঁড়বেন, তা বেশি দিন নেই। রাজ্যের পরিস্থিতি ভালো নয়। তারা বলেন, প্রতিদিন রাস্তায় মৃতদেহ পড়ে থাকে নতুবা আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রশাসনের কোনও অইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। নেশায় ডুবে যাচ্ছে যুব সমাজ। উন্নয়ন নেই। রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা। মেরামতের কাজ নেই। এ-তো বেশিদিন চলতে দেওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমার অধিকার কেউ যাতে কেড়ে নিতে না পারে তার জন্য নিজেকে তৈরি হতে বললেন সিপিএম নেতারা।

কংগ্রেস দেশের উন্নয়ন করেছে, বিজেপি দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

দেহরাদুন, ২৮ জানুয়ারিঃ কংগ্রেস দেশের উন্নয়ন করেছে, বিজেপি দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে, এই মন্তব্য করে বিজেপির ওপর আক্রমণ করেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গো। তিনি রবিবার উত্তরাখণ্ডের রেসকোর্সে অবস্থিত বামু স্কুলের মাঠে বিরাট কার্যকর্তা সম্মেলনে অংশ নিয়ে একথা বলেন। তিনি বলেন, একমাত্র কংগ্রেসই দেশের উন্নয়ন করেছে, বিজেপি দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার বিরোধী নেতাদের হয়রানি করছে। তিনি মৌদী সরকারকে ক্ষমতা থেকে

সরাতে বুথ স্তরে কাজ করার জন্য করতে সক্ষমদের উদ্বার জোর দেন। রবিবার দুপুরে রেসকোর্সে অবস্থিত বামু স্কুলের মাঠে বিরাট কার্যকর্তা সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারণা সূচনা করেন জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গো। তিনি বলেন, বিজেপি সরকার হেলিকপ্টার অবতরণের অনুমতি দিচ্ছে না। হেলিকপ্টারে ওড়ার জন্য নারেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হচ্ছে। এই সরকার রাহুল গান্ধী ও আমাদের হয়রানি করছে। এই ধরনের সরকারকে অপসারণ করতে হবে এবং আপনারাই এদের



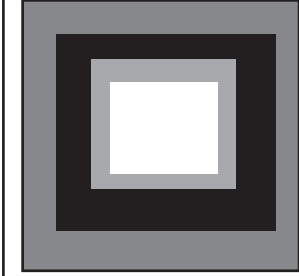
অপসারণ করতে পারেন। উত্তরাখণ্ডের মানুষ সাহসী। খাড়গে বলেন, আপনি আপনার জীবন দিয়ে দেশকে বাঁচান, কিন্তু মোদী নিজেই এর কৃতিত্ব নেন। প্রথমমন্ত্রী মোদীর সবসময় মিথ্যা বলায় অভ্যাস রয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠার সঙ্গে সঙ্গে চিভিতে দেখবেন মোদীর মুখ । তিনি কটাক্ষ করেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিষ্ফুর ১১ তম অবতার হওয়াতে চেষ্টা করছেন। বিজেপির একনায়কত্বকে কংগ্রেস ভয় পায় না। বিজেপি বলুক দেশের স্বাধীনতায় বিজেপির কী অবদান রয়েছে।

হাফলঙে প্রায় ২০০ মিটার খাদে গাড়ি, আহত মহিলা সহ দুই

হাফলং (অসম), ২৮ জানুয়ারি ঃ ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক মহিলা সহ দুজন। দুর্ঘটনায় সংঘটিত হয়েছে রবিবার বিকেল চারটা নাগাদ বড়হাফলঙে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেনল্ড গাড়ি বড়হাফলঙের কাছে প্রায় ২০০ মিটার নীচে খাদে পড়ে গেলে হাফলং নতুনবস্তির বাসিন্দা নৈকিবুর জামাল (৬২) এবং গুজুঙের বাসিন্দা বছর ২৪-এর মহিলা মণীষা হাণিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই স্থানীয় মানুষ খাদে নেমে গুরুতরভাবে জখম দুজনকে উদ্ধার করে হাফলং সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। বর্তমানে গুরুতর জখম দুজনের চিকিৎসা চলছে হাফলং সিভিল হাসপাতালে।

মায়ানমারে আলফা-স্বাধীন শিবিরে গুপ্তচর পাঠানোর অভিযোগ নস্যাত্‌ আসাম পুলিশের

গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারি ঃ মায়ানমারে উগ্রপন্থী সংগঠন ‘ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইন্ডিপেন্ডেন্ট’ (আলফা-স্বাধীন)এর শিবিরে কোনও গুপ্তচর আসাম পুলিশ পাঠায়নি। আলফা-স্বাধীনের এই অভিযোগে একবাচ্চো



নাম পরিবর্তন
আমি, Salma Gazi (পুরাতন নাম) স্বামী Mostack Amdh Gazi টিকানা- Kowgachi Palta Para, P.O.- Shyamnagar, P.S.- Jagadati, Barrackpore, Pin-743127 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 25-01-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Salma Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Salma Bibi (নতুন নাম), Salma Gazi (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Suchi Seth (পুরাতন নাম) স্বামী Saurabh Seth, টিকানা-2018 Iswar Ganguly Street, P.O. P.S.- Kalgihat, Kolkata- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 24.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suchi Poddar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Suchi Poddar (নতুন নাম) এবং Suchi Seth (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) স্বামী Subash Saha,টিকানা-222223, Acharya Prafulla Chandra Road, P.O.- Shyambazar, Kolkata- 700004, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 12.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Phuleshwari Saha (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Phuleshwari Saha (নতুন নাম) এবং Phuleshwari Saha (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Bimal Kumar Jana (পুরাতন নাম) পিতা Amulya Jana, টিকানা-VIII P.O.- Rajnagar Srinathnagar, Kakdwip, Dist.- South 24 Pgs, Pin-743347, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bimal Jana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bimal Jana (নতুন নাম) এবং Bimal Kumar Jana (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Turab Ali Ansari (পুরাতন নাম) পিতা Late Md Israil Ansari, টিকানা-VIII- Sashpur, P.O.- Madhukunda, P.S.- Santuri, Dist- Puruliyia, Pin-723121, West Bengal, India, রঘুনাথপুর পুরুলিয়া নোটারি পাবলিক, Dated 24.01.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md Turab Ali Ansari (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md Turab Ali Ansari (নতুন নাম) এবং Turab Ali Ansari (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, AJAY DOM.SON OF BHOLA DOM, RESIDING AT BALITIKURI DHARA-PARA, P.O.-BALITIKURI, P.S.-DASNAGAR,HOWRAH-711133,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJAY MALLICK DOM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT AJAY DOM AND AJAY MALLICK DOM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I BADAL CHANDRA GHOSH, S/O BHUBAN GHOSH, R/O KULBANI, PO - BENADIHA, PS - KESHARY,WEST MEDINIPUR -721133, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BADAL GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT BADAL CHANDRA GHOSH AND BADAL GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD. ABID, S/O MD. GOLAM, R/O 8/J, TOPSIA, 2ND LANE, PO & PS- TILJALA, KOLKATA -770039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. ABID HOSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT MD. ABID AND MD. ABID HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,JAYJYANTI BAGCHI @ TUKSI,DAUGHTER OF HIMADRI BHUSON BAGCHI,WIFE OF DEBASISH BANDYOPADHYAY, RESIDING AT 3/5 PURATAN SHIRE LANE, SANTRAGACHI, HOWRAH- 711104,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYJYANTI BANDYOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT JAYJYANTI BAGCHI @ TUKSI AND JAYJYANTI BANDYOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MILAN DAS,RESIDING AT VILL & PO - CHOWBERIA,PS-GOPAL NAGAR, NORTH42PARGANAS - 743290,WEST BENGAL,THAT MY FATHER LATE DAS AJIT MILAN SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATE AJIT DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024.THAT DAS AJIT MILAN AND AJIT DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHYAMAL MITRA, S/O SAKTI PADA MITRA, R/O 91/F/1, KNC ROAD, SREEKANAN BARASAT, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700124, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHYAMAL KUMAR MITRA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/01/2024, THAT SHAMAL MITRA AND SHYAMAL KUMAR MITRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

হার দিয়ে সিরিজ শুরু ভারতের

হায়দরাবাদ, ২৮ জানুয়ারিঃ এমনটা হয়তো প্রত্যাশা করেনি কেউ। স্পিন সহায়ক পিচ, বুমরার দুর্গন্ড বোলিং ছাড়া সর্বই বুমেরাং। দীর্ঘ দিন পেস বাড়িসি উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত ভারতীয় দলও। তবে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে বাগে আনতে ভরসা স্পিনাই। সেই ফাঁদে নিজেরাই পড়তে হবে এমনটা কে ভেবেছিল! ভারত সফরে আসার আগে আবু ধাবিতে শিবির করেছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। মূলত স্পিন সহায়ক পিচের জন্যই প্রস্তুতি। তাতেও অবশ্য সন্তোষ ছিল না ইংল্যান্ড। তাদের স্পিন বোলিং আক্রমণ অনভিজ্ঞ। ভারতের স্পিনত্রয়ের অভিজ্ঞতার কাছে অনেক অনেক পিছিয়ে। সমস্যাটা হল ব্যাটিংয়ে। চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করা এত সহজ নয়। ভারতীয় ব্যাটাররা হাড়ে হাড়েই টের পেলেন। চার দিনেই ম্যাচ পকেটে পুরে নিল ইংল্যান্ড। দলকে ডেভিলেশন থেকে বের করার কিছুটা চেষ্টা

করেন অশ্বিন-ভরতা। কিন্তু সফল হননি। ২৮ রানে হারা। সিরিজে পিছিয়ে পড়ল ভারত। তৃতীয় দিনের শেষে ১৪৮ রানে অপরাজিত ছিলেন। রিভার্স র‍্যাম্প খেলতে আউট হন তিনিই। যতটা সম্ভব রান যোগ করাই লক্ষ্য ছিল।



অভিষেককারী বাঁ হাতি স্পিনার টম হার্টলি দ্বিতীয় ইনিংসে যেন অভিজ্ঞতা অনেকটা বেড়ে গিয়েছে তাঁরা। লাইন-লেংথ পুরোপুরি আলাদা। সুফলও পেলেন দ্রুত। শুরুতেই ভারতের তিন উইকেট হার্টলির বুলিভাতে। রান ত্যাগ দলীয় ১০৭ স্কোরে লোকেশ রাহুল আউট হতেই ভারতের আত্মবিশ্বাস কমতে

থাকে। তখনও ভরসা ছিলেন প্রথম ইনিংসের নায়ক রবীন্দ্র জাডেজা। তবে মিড অন বেন স্টোকসের পিক আপ প্রায়ে জাডেজা রান আউট। সেই থেকে হারানো বাচানো রীতিমতো

হিরো শেমারের শিকার ৭, গাব্বায় অজিদের দস্ত চূর্ণ করল ক্যারিবিয়ানরা

ত্রিসবেন, ২৮ জানুয়ারিঃ চোখের পলক ফেলা যাবে না বার বার মাথায় উঠছে গ্যালারিতে থাকা দর্শকদের হাত এমন রক্তাশ্রাস ম্যাচ দেখা গেল গাব্বায়। কোটনি ওয়ালশের নেতৃত্বে শেষ বার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট ম্যাচ জিতেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সালটা ১৯৯৭। তারপর কেটে গিয়েছে ২৭টা বছর। আর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জয়ের স্বাদ পায়নি ক্যারিবিয়ানরা। এ বার সেটাই করে দেখাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তিরে এসে তব্রী ডুবল



অস্ট্রেলিয়ার। আর ইতিহাসের পাতায় নাম লেখালেন ডেবিউ টেস্ট সিরিজ খেলতে নামা শেমার জোসেফ। আঙুলে চোট নিয়ে খেলে শেমার জোসেফের শিকার ৭। অজিদের শেষ উইকেটটিও তুলে নেন তিনি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর মাত্র ৮ রানের ব্যবধানে জিতেছে ক্যারিবিয়ানরা। ক্রিকেট বিশ্বে শেমার জোসেফ নামটা নিয়ে আগামীতেও চর্চা চলবে। ২৪ বছর বয়সী এই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটারের টেস্ট ডেবিউ হয়েছে অ্যাডিলেডে। অভিষেক টেস্টে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন। আর কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেন

নিলেন এক ইনিংসে ৭ উইকেট। গাব্বায় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট বুলিতে ভরেছেন শেমার জোসেফ। ক্যারিবিয়ানদের দ্বিতীয় ইনিংস চলাকালীন অজি তারকা মিশেল স্টার্কের ভয়ঙ্কর ইনসুইং ইয়র্কার যখন শেমার জোসেফের পায়ে এসে লাগল, রক্তাণায় কাতরাচ্ছিলেন তিনি। অজি শিবির তাতে যেন কিছুটা স্তম্ভিত পেয়েছিল। কারণ, চোটের কারণে তিনি যদি বল না করেন দ্বিতীয় ইনিংসে তা

হলে লাভবান হবেন কামিসরা। তরুণ শেমারের রক্ত যে টগবগ করে ফুটছে তার প্রমাণ দিলেন তিনি। চোট নিয়ে টানা ১১.৫ ওভার বল করে গেলেন। একের পর এক উইকেটও তুলে নিলেন শেমার। ৬৮ রানের বিনিময়ে শেমার নিলেন ৭টি উইকেট। ম্যাচের সেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। জশ হ্যাঞ্জলউডের উইকেটটি তুলে নিতেই ছুটে গিয়ে পুরো মার্চ প্রদক্ষিণ করা শুরু করে দিলেন শেমার জোসেফ। পেছনে ছুটছেন সতীর্থরা।

অজিদের দ্বিতীয় টেস্টে হারিয়ে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন ক্যারিবিয়ানরা। এই ভিডিয়ো এখন নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। আর হবে নাই বা কেন! দিন রাতের টেস্টে ঘরের মাঠে টানা ১১টি ম্যাচ খেলে জিতেছিলেন কামিসরা। সেই রেকর্ড ভেঙে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম ইনিংসে ক্যারিবিয়ানরা তোলে ৩১১ রান। প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৮৯ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। লিড না নিয়েও

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকেই তিনি ইনিংস ডিক্লেয়ার করার ক্রিকেট মহলে উঠছে প্রশ্ন। দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৩ রানে অল আউট হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জিততে হলে অজিদের তুলতে হত ২১৬ রান। শেষ অবধি ৯১ রানে অপরাজিত থাকেন স্টিভ স্মিথ। কিন্তু দলকে জেতাতে পারেননি। শেমার জোসেফ এবং আলজারি জোসেফরা দলকে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দীর্ঘদিন পর টেস্ট ম্যাচে বহুকাঙ্ক্ষিত জয়ের স্বাদ দেন।

জাভির বিদায়ের পর জায়গা নিতে প্রস্তুত বার্সার আরেক প্রাক্তন খেলোয়াড় মার্কেজ



খেলোয়াড় থিয়াগো মোস্তা ও রাকায়েল মার্কেজের কাছে। এখনই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না জানিয়ে জাভির বিদায় বলে দেওয়াকে ‘দুঃখজনক’ আখ্যা দিয়েছেন মোস্তা। আর মার্কেজ বলেছেন, জাভির জায়গা নিতে প্রস্তুত তিনি। মোস্তা এখন ইতালির ক্লাব বোলোনিয়ার কোচ। ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া ইতালির প্রাক্তন ফুটবলার মোস্তা জাভির ঘোষণা নিয়ে বলেছেন, ‘‘এটা দুঃখজনক। সে খুব ভালো করছিল এবং গত মরসুমে শিরোপা জিতেছে। ইয়ুর্গেন রুপও লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা করেছেন। কোচিং পেশাটা কঠিন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা নিজেরাই এই পেশা বেছে নিয়েছি।’’ বোলোনিয়াতে তাঁর ভবিষ্যৎ কী এবং বার্সেলোনার কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেলে সেখানে যাবেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে মোস্তা বলেছেন, ‘‘যখন খবর ছাপার সময় হবে, আমিই আপনাদের বলব। কিন্তু এ বিষয়ে আজ কোনও খবর নেই।’’ একই প্রশ্ন করা হয়েছিল বার্সেলোনার প্রাক্তন মেক্সিকান ডিফেন্ডার মার্কেজকে। এই মুহূর্তে বার্সেলোনা ‘বি’ দলের এই কোচ স্পেনের সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ‘‘(ডিমারিয়ালের কাছে) মূল দলের এই হারটা দুঃখজনক। আমি মনে করি, বোর্ডের এই (নতুন কোচের বিষয়) নিয়ে ভাবার জন্য এখন থেকে মরসুমের শেষ পর্যন্ত সময় আছে। কাকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেবে, এই সিদ্ধান্ত তারা নেবে, এটা তাদের হাতে।’’

মার্কেজ এরপর যোগ করেন, ‘‘নিশ্চিত করেই আমি (বার্সেলোনার মূল দলের কোচ হওয়ার জন্য) তৈরি হতে থাকব। আমি এখন ছেলেরের নিয়ে যে কাজ করছি, সেটাতে খুশি।’’ মার্কেজ এখানেই থামেননি। এরপর বললেন, ‘‘(বার্সেলোনার কোচ হতে) কে না চায়? এ ধরনের সুযোগ এলে আপনি না বলতে পারবেন না। সুযোগটা যদি আসেই, তাহলে আমি করার চেষ্টা করব এবং নিজের সেরাটা দেব।’’

ক্লপের বিদায়ের পর লিভারপুলের নতুন কোচ হবেন কে?

লিভারপুল, ২৮ জানুয়ারিঃ ‘আমি প্রায়ই ভাবি মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে আমার প্রথম কথা কী হবে, তা নিয়ে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, জীবনে কী করেছিলে, আমি কীভাবে জীবনকে অর্থবহ করেছি? বলব, আমি চেষ্টা করেছি ম্যাচ জেতার। এটুকুই?– তিনি জিজ্ঞাসা করবেন। হতাশও হবেন। তখন তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করব, আপনি যেমনটা ভাবছেন, ম্যাচ জেতা তার চেয়ে অনেক কঠিন।’ নিজের আত্মজীবনীমূলক বই ‘মাই লাইফ ইন রেড ড্র্যাড হোয়াইট’–এ কথাগুলো লিখেছেন কিংবদন্তি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার। ২২ বছর ধরে আর্সেনালের কোচে দায়িত্ব পালন করার পর ‘ওয়েঙ্গার আউট’ স্লোগানের ভেতরই ২০১৮ সালে বিদায় নেন এই ফরাসি কিংবদন্তি। ওয়েঙ্গারের কথা ধরেই বলা যায়, ম্যাচ জেতা আসলেই অনেক কঠিন। আর সেটি যদি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে হয় তবে ক্যান্টনের মাত্রাটা নিশ্চিতভাবে আরও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এই প্রিমিয়ার লিগেই ৯ বছর ধরে ম্যাচ জেতাকে অভ্যাসে পরিণত করেছেন লিভারপুল কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ। তবে লিভারপুলে ক্লপ শুধু ম্যাচ জেতার কাজটিই করেননি, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিরও জন্ম দিয়েছেন। কখনো কখনো মাঠে হার-জিতের চেয়েও বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেটি কেমন, গতকাল ক্লপের বিদায় ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে পণ্ডিত ও কোচদের মন্তব্যে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। বলা হয়, ফুটবল কোচদের ব্যাগ-পেটরা সব সময় গোছানোই থাকে। আর ফুটবল কোচের চাকরির অনিশ্চয়তা বোঝাতে উরুগুয়ের বিখ্যাত ক্রীড়ালোক ও সাহিত্যিক এদুয়ার্দো গালেয়ানো বলেছিলেন, ‘‘আজ যে কোচকে নিয়ে সমর্থকেরা উল্লাস করে তার অমরত্ব চাইছে, পরের রবিবারে সেই একই কোচকেই তাই মরতে বলাবে।’’ ওয়েঙ্গারের মতো কোচকেও যে এমন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল, সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। কোচিং এমপ্লি অনিশ্চিত এক পেশা! তবে কথ্যটা যে সব সময় সত্যি নয়, ক্লপের বিদায় ঘোষণার পরই তা স্পষ্ট। গতকাল সেই ঘোষণার রূপ যেমন আরবেগে ভেসেছেন, তেমনি তাঁর জন্য চোখ ভিজছে সমর্থকদেরও। লিভারপুলের সঙ্গে ক্লপের চুক্তি ছিল ২০২৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু গত নভেম্বরেই নাকি তিনি ক্লাব কর্তৃপক্ষকে বিদায় নেওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দেন। জানিয়েছেন, এই মরসুম শেষে

আর থাকছেন না লিভারপুলে। কিন্তু কেন আকস্মিক এ সিদ্ধান্ত, সেই উত্তর লিভারপুল সমর্থকেরা তো বর্টেই, খুঁজছেন অন্য ক্লাবের সমর্থকেরাও। গতকাল থেকে ফুটবলকেন্দ্রিক গ্রুপগুলোতেও আলোচনার কেন্দ্রে ছিল এই একটি বিষয়ই। বিদায়ের পেছনে ক্লপ কারণ হিসেবে ক্লাস্তির কথা বলেছেন। হতাশও হবেন, দম ফুরিয়ে এসেছে তাঁরা। যে কারণে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে এর পেছনে ভিন্ন কারণও খুঁজছেন কেউ কেউ। একই দিন সামনে এসেছে লিভারপুলের স্পোর্টিং ডিরেক্টর জর্গ



শামদতকের ক্লাব ছাড়ার ঘোষণাও। জানুয়ারির দলবদল শেষেই লিভারপুল ছাড়বেন এই পরিচালক। কেউ কেউ ক্লপের বিদায় ঘোষণার সঙ্গে এর সংযোগও দেখছেন। অনেক লিভারপুল সমর্থক ক্লপের বিদায়ের জন্য ক্লপ মালিক ফেনওয়ার্ড স্পোর্টিং গ্রুপকেও (এফএসজি) দোষ দিয়েছেন। ক্লাবে খেলোয়াড় ক্লপ নিয়ে এফএসজির ওপর অভিযোগ লিখেছেন। অনেক দিন ধরেই ক্ষুদ্র। সমর্থকদের ধারণা মালিক পক্ষের সঙ্গেই বোধ হয় কোনও বিরোধের জের ধরে ক্লপের এই সিদ্ধান্ত। যদিও এসব শুধুই অনুমান। এখন পর্যন্ত ক্লাস্তির কথা হার মানার খবরটিই ক্লপের লিভারপুল ছাড়ার একমাত্র কারণ। ক্রীড়াভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য অ্যাথলেটিক’ নিজেদের প্রতিবেদনে লিখেছে, ‘‘ক্লপ সদেহবাহিতিকদের বিশ্বাসীতে রূপান্তর করেছিলো। কিন্তু লিভারপুল যে দিনটির ভয়ে ছিল, সেটি চলেই আসল।’’ ৯ বছর ধরে লিভারপুল ও ক্লপ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিলেন একে অপরের সঙ্গে। ব্যর্থতার সঙ্গে কখনও যে ক্লপের ক্লাব ছাড়ার খবর সামনে আসেনি, তা নয়। কিন্তু সেসব গুঞ্জন রবুদের মতো অল্প সময়েই মিলিয়ে গেছে। গত মরসুমে

লিভারপুল যখন প্রায় সব প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়েছিল, তখনো ক্লপের চাকরি নিয়ে ন্যূনতম কোনও শঙ্কা ছিল না। আর এবার তো ‘কোয়ান্ড্রপল’ জয়ের সম্ভাবনাও জিইয়ে রেখেছে লিভারপুল। তাই খবরটি বিনা মেঘে হিসেবে নিয়োগ দেবে, এই সিদ্ধান্ত তারা নেবে, এটা তাদের হাতে।’’

মার্কেজ এরপর যোগ করেন, ‘‘নিশ্চিত করেই আমি (বার্সেলোনার মূল দলের কোচ হওয়ার জন্য) তৈরি হতে থাকব। আমি এখন ছেলেরের নিয়ে যে কাজ করছি, সেটাতে খুশি।’’ মার্কেজ এখানেই থামেননি। এরপর বললেন, ‘‘(বার্সেলোনার কোচ হতে) কে না চায়? এ ধরনের সুযোগ এলে আপনি না বলতে পারবেন না। সুযোগটা যদি আসেই, তাহলে আমি করার চেষ্টা করব এবং নিজের সেরাটা দেব।’’

তার সমর্থকদের জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে! ক্লপের বিদায়ের বেদনাকে বুকে নিয়েই অবশ্য এখন তাকাতে হচ্ছে সামনের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম যে প্রশ্নটা সামনে এসেছে, সেটি হচ্ছে, ক্লপের পর কে? লিভারপুলের এই দলটিকে বলা যায় ক্লপের ‘হাতে বানানো’ দল। মহম্মদ সালাহ, সাদিও মানে, রবার্তো ফিরমিনো, ডার্লিন ফন ডাইকদের মতো তরুণ প্রতিভাবানদের খুঁজে বের করে তাদের তারকাখ্যাতির চূড়ায় নিয়ে গেছেন। নিজের ‘গেগেনপ্রেসি’ ফর্মুলায় তাদের গড়ে তুলেছেন। এর মধ্যে লিভারপুল ছেড়ে যাঁরা অন্য ক্লাবে গেছেন তাদেরও কম বেশি সংগ্রাম করতে হয়েছে। কারণ, ক্লপ খেলোয়াড়দের নিজের হাতেই গড়েছেন। অন্য দলগুলোর মধ্যে বার্মান মিউনিখ, অ্যাগেল্স ম্যাগ আলিস্টার, দমিনিক সোবেসলাই এবং ওয়াডার এন্ডেনার মতো তরুণেরা। যাদের লিভারপুলে আসার পেছনে নিশ্চিতভাবেই বড় কারণ ছিলেন ক্লপ। কিন্তু তিনি মরসুম শেষে যাওয়ার পর এই দলকে সামলানো অন্য যেকোনও কোচের জন্যই চ্যালেঞ্জ হবে। এমনকি নতুন কারও অধীন

ক্লাবের পারফরম্যান্সে ধসের আশঙ্কাও করেছেন কেউ কেউ। তবে পেশাদার ফুটবলে অতীত ভুলেই শেষ পর্যন্ত সামনে এগাতে হয়। আর এটা তো জানাই যে সব ভালো কিছুই কখনও না কখনো শেষ হতে হয়। ক্লপের পর লিভারপুলের কোচ হওয়ার দৌড়ে যে নামটি সবচেয়ে জোরে উচ্চারিত হচ্ছে–বায়ার লেভারকুসেন কোচ ও লিভারপুল কিংবদন্তি জাবি আলোনসো। কোচের দায়িত্ব নিয়ে লেভারকুসেনকে বদলে দিয়েছেন এই স্প্যানিয়ার্ড। চলতি মরসুমে তাঁর অধীন শীর্ষে থাকা লেভারকুসেন এখনও পর্যন্ত হারেনি। ২৭ ম্যাচে হার না মানা দলটি মরসুমে ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে একমাত্র অপরাজিত দলও। শুধু ফল দিয়েই মাঠের কৌশলেও মুগ্ধতা ছড়াচ্ছেন আলোনসো। এই মুহূর্তে সমর্থকেরাও আলোনসোকে লিভারপুলের জন্য উপযুক্ত কোচ মনে করছেন। বিষয়টি নিয়ে কথাও বলেছেন জাবি নিজেও, ‘‘ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। তবে এই মুহূর্তে আমি এখানে খুশি। এখনও উজ্জ্বলিত।’’ ক্লাব এবং দল নিয়ে আমি আনন্দিত।’’ অন্যদের মধ্যে ব্রাইটন কোচ রবার্তো ডি জেরবি, জিরোনাস মিশেল, ইন্টার মিলানের সিমোন ইনজাগি, অ্যান্টন ভিলার উনাই এমেরি, জার্মানি ও বায়ার্ন মিউনিখের সাবেক কোচ ইউলিয়ান নাগলসমান এবং লিভারপুল কিংবদন্তি স্টিভেন জেরার্ডও বেশ ভালোভাবে আলোচনায় আছেন। যদিও ক্লপের উত্তরসূরি হয়ে লিভারপুলের ভাগআউটে শেষ পর্যন্ত কে দাঁড়াবেন, তা জানতে অপেক্ষা করতেই হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে, লিভারপুলকে বিদায় জানিয়ে এখন কোথায় যাবেন ক্লপ? যেখানেই যান, প্রিমিয়ার লিগের কোনও ক্লাবে যে যাবেন না, তা নিজেই নিশ্চিত করেছেন। অন্তত এক বছর কোনও ক্লাব বা জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন না করার কথাও তিনি জানিয়েছেন। তবে এরই মধ্যে তাঁর সম্ভাব্য গন্তব্য হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা, দুই ক্লাবের নাম একসঙ্গে সামনে এসেছে। অন্য দলগুলোর মধ্যে বায়ার্ন মিউনিখ, বরুসিয়া উটমুন্ড এবং জার্মানি জাতীয় দলের কথাও শোনা যাচ্ছে। যদিও সেসব দূরের বাতায়ন। ক্লপের সামনে এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে চলতি মরসুমে লিভারপুলকে শিরোপা জিতিয়ে দায়িত্বের ইতি টানা। বাকি সব ভুলে ক্লপ নিজেও হারতো এখন শেষটা রাঙানোয় সেরাটা ঢেলে দেবেন।

সুরজে ছাড়খাড় অসম! বোনাস পয়েন্ট নিয়ে রঞ্জিতে মরসুমের প্রথম জয় বাংলার

গুয়াহাটি, ২৮ জানুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফিতে গত বারের ফাইনালিস্ট বাংলা। অক্সের জন্য ট্রফির অপেক্ষা মেটেনি গত মরসুমে। আর এ বার অপেক্ষা ছিল প্রথম জয়ের। প্রথম তিন ম্যাচ থেকে মাত্র পাঁচ পয়েন্ট পেয়েছিল বাংলা। অবশেষে মরসুমের প্রথম জয়। বোনাস সহ ১৬ত পয়েন্ট। অসমকে ইনিংস ও ১৬২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারাল বাংলা। নকআউটের দৌড়ে থাকতে হলে বাকি ম্যাচগুলিতেও এমন পারফরম্যান্সই করতে হবে। এ বারের রঞ্জিতে বাংলার প্রথম ম্যাচ ছিল অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে। তিন পয়েন্টের আশা দেখিয়ে এসেছিল মাত্র ১ পয়েন্ট। উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে কুশাশার কারণে হতাশা বাংলা শিবিরে। সারাসরি জয় ও ছয় পয়েন্টের সম্ভাবনা ছিল। যদিও তিন পয়েন্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল গত ম্যাচে ঘরের মাঠে। ছত্তীসগড়ের বিরুদ্ধে দু–দলের ইনিংসই সম্পূর্ণ হয়নি। শেষ ১ পয়েন্ট করে পায় দু–দলই। অসমের বিরুদ্ধে মরণ পাঁচন লড়াই ছিল বাংলার। ব্যাটিংয়ে অভিজ্ঞ অনুষ্ঠাপ মজুমদার এবং ক্যাপ্টেন মনোজ তিওয়ারির সেঞ্চুরি বাংলাকে ভরসা দেয়। তেমনই লোয়ার অর্ডারে করণলাল এবং পেসার সুরজ সিঙ্কু জয়সওয়ালের

হাফসেঞ্চুরি বাংলাকে ৪০০ পেরোতে সাহায্য করে। ব্যাটিংয়ে অনবদ্য একটা ইনিংসের পর বোলিংয়েও কামাল এ মরসুমেই প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া সুরজ সিঙ্কু জয়সওয়ালের। সুরজ ও কাইফের বিধ্বংসী বোলিংয়ে ৯৯-৮ স্কোরে দ্বিতীয় দিন

সুরজ সিঙ্কু জয়সওয়ালের। মাত্র ১১৯ রানেই সাত উইকেট তুলে নেয় বাংলা। এর মধ্যে পাঁচটি সুরজের বুলিতেই। ইনিংস ও বড় ব্যবধানে জিততে বাংলার প্রয়োজন ছিল আর দু উইকেট। কারণ, কাঁধের চোটে রিয়ান ব্যাট করতে পারতেন না। বাংলার জয়ের



শেষ করে অসম। তৃতীয় দিন আরও একটি উইকেট কাইফের বুলিতে। ম্যাচের প্রথম দিনই ক্রিফিংয়ে চোট পেয়েছিলেন অসমের অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। কাঁধে চোট তার। তিনি ব্যাট করতে পারেননি। ১০৩ রানেই অসমের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। বিশাল রানের লিড থাকায় বোনাসের জন্যই ব্যাণায় বাংলা। অসমকে ফলো অন করে। দ্বিতীয় ইনিংসেও বিধ্বংসী বোলিং

অপেক্ষা বাড়ানোর চেষ্টা করেন ধরনী রাভা। অভিষেককারী অঙ্কিত মিশ্রের বোলিংয়ে তাকে স্টাম্প করেন অভিষেক পোডেল। ২৪ রান করেন ধরনী। ১৩৬ রানে ৮ উইকেট হারায় অসম। দলীয় ১৪০ রানে মুগ্ধ দস্তর উইকেট নেন করণলাল। রিয়ান ব্যাট হাতে না নামায় ১৪০ রানেই শেষ অসমের দ্বিতীয় ইনিংস। বাংলার বোনাস পয়েন্টও নিশ্চিত হয়।

তাঁর বিকল্প তৈরি! টের পেয়েই কি জোরকদমে অনুশীলন শুরু হার্দিকের?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টিমে তাঁর জায়গা কি টলমল? তেমনটা টের পেয়েই কি তাড়াতাড়ি অনুশীলনে ফিরলেন তিনি? সস্ত্রুতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া তাঁর ঘরের মাঠ বরোদার নিজের অনুশীলন করার এক ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। তারপর থেকেই নেটিজেনরা বলাবলি করছেন, ভারতীয় দলে হার্দিকের একাধিক বিকল্প তৈরি হয়ে গিয়েছে সেটা টের পেয়েই নিজের অনুশীলনের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন হার্দিক। গত বছরের ওডিআই বিশ্বকাপের মাঝপথে চোট পেয়েছিলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। সেই সময় থেকে মাঠের বাইরে ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার তাঁর ২২ গজে ফেরার গুঞ্জন বার বার শোনা গিয়েছে। ২২ গজে ফেরার প্রস্তুতি শুরু হার্দিক পাণ্ডিয়ার। ভারতীয় অলরাউন্ডার যে ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন তাতে দেখা গিয়েছে তিনি



বোলিং অনুশীলন করছেন। মাঠের মধ্যে দৌড়াচ্ছেন। ভিডিয়োতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এখানে ফিরতে পেরে দারুণ লাগছে। এই মাঠ আমার কাছে মন্দিরের মতো। এখানে থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি যদি খুব ভাল না হই তা হলে প্রায় ১৭ বছর পেছনে ফিরে গেলে, আমার

সফর এখান থেকেই শুরু হয়েছিল।’ টিম ইন্ডিয়া ও মুম্বই ইন্ডিয়ানস শিবিরে সুখবর। এ বছরই রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। হার্দিক প্রবলভাবে চাইবেন সেই টুর্নামেন্টে খেলতে। তার জন্য বিশ্বকাপের আগে অবশ্য দেশের হয়ে কোনও টি-২০ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন না হার্দিক। কারণ, নতুন বছরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি জানুয়ারিতেই শেষ টি-২০ সিরিজ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। এ বারের কুড়ি-বিশের বিশ্বকাপে আগে সেটাই ছিল মেন ইন ব্লুর শেষ আন্তর্জাতিক টি-২০ সিরিজ। মাস দুয়েক পরই রয়েছে আইপিএল। এ বার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতার ভূমিকায় দেখা যাবে হার্দিককে। ফলে সেখানেই তিনি নিজেকে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করার সুযোগ পাবেন। এবং বিশ্বকাপের দল বাছাইয়ের জন্য বোর্ড ও নির্বাচকদের নজরে থাকবে আইপিএলে টিম ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স।



দুরন্ত বার্তা

durantabarta.com

সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now



ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন